NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত সাই সুদর্শন

হিমাচলে মেঘভাঙা বৃষ্টি, চলছে উদ্ধারকাজ ৭

কলকাতা ২৭ জুন ২০২৫ ১২ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.06.2025, Vol.19, Issue No. 18, 8 Pages, Price 3.00

মহাকাশ স্টেশনে প্রথম পা ভারতের

ফ্লোরিডা ও নয়াদিল্লি, ২৬ জুন: শুভাংশুর হাত ধরে মহাকাশ স্টেশনে প্রথম পা পড়ল ভারতের। ইতিহাসে প্রথম বার! ২৮ ঘণ্টার দীর্ঘ সফরের পর শুভাংশু শুক্ল-সহ চার নভশ্চরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছল ড্রাগন মহাকাশযান। ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার বেলা ১২টা ১ মিনিট নাগাদ আমেরিকার ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্যালকন ৯ রকেটে চেপে মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন শুভাংশুরা। তার পর ২৮ ঘণ্টার দীর্ঘ সফর শেষে শেষমেশ বিকেল ৪টে নাগাদ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পৌঁছন শুভাংশুরা।

শুভাংশু প্রথম ভারতীয় যিনি এই আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পৌঁছলেন। বছর ২৫ আগে তৈরি হওয়া এই স্পেস স্টেশনে কখনওই কোনও ভারতীয়র পা রাখার সুযোগ হয়নি। শুভাংশু যেন সেই পথটাই খুলে দিলেন।

শুভাংশুর গতি দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন বাবা-মা। এদিন শুভাংশুর বাবা শম্ভু দয়াল শুক্ল বলেন, 'এটা শুধু আমাদের পরিবারের জন্য নয়। গোটা দেশের জন্য গর্বের বিষয়। এই দেশের প্রতিটি মানুষকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। তাদের আশীর্বাদেই অভ্রভেদী হয়েছে সে।'

বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই শুভাংশুদের যান ড্রাগন-কে আইএসএস-এর সঙ্গে ডকিং করানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুপুর ৩টে থেকে আইএসএস থেকে স্পেসএক্সের ওই মহাকাশযান স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল বলে জানিয়েছিল মহাকাশ স্টেশন। গোটা সফরে ড্রাগনে কোনও গোলমাল দেখা দেয়নি। থ্রাস্টারও ঠিকঠাক কাজ করেছে। নাসার নির্ধারিত সময়মতো বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে নাগাদ (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) আইএসএসের হারমনি পোর্টে ড্রাগনের ডকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সংযোগটি দুটি পর্যায়ে ঘটে। প্রথমে চৌম্বকীয় 'সফট ক্যাপচার' এবং দ্বিতীয় ধাপে যান্ত্রিক 'হার্ড ক্যাপচার'-এর মাধ্যমে ডকিংয়ের জটিল প্রক্রিয়া শেষ হয়।

মহাকাশ ঘাঁটিতে প্রবেশের পরেই সেখানে থাকা অন্য নভশ্চরদের আলিঙ্গন করেন সকলে। হয় আলাপচারিতাও। প্রায় ১৪ দিন মহাকাশ ঘাঁটিরই অতিথি এই শুভাংশুরা। তাই খাতির-যত্নেরও যেন অভাব না ঘটে, সেই কথা মাথায় রেখেই স্পেস স্টেশনে থাকা অন্য নভশ্চররা তাদের হাতে পানীয় তুলে দেন।

ড্রাগনের পাইলট ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু। মহাকাশযানটি চালিয়েছেন তিনিই। সঙ্গে ছিলেন নাসার প্রাক্তন নভশ্চর তথা অ্যাক্সিয়ম স্পেসের মানব মহাকাশযানের ডিরেক্টর পেগি হুইটসন। পুরো সময় ধরে 'ডকিং'-এর প্রক্রিয়ার দিকে নজর রেখেছিলেন তাঁরা। সেই মুহূর্তের সরাসরি সম্প্রচারও করেছে অ্যাক্সিয়ম স্পেস। পৃথিবী থেকেই গোটা প্রক্রিয়াটি দেখা গিয়েছে।

মহাকাশে পৌঁছে শুভাংশুর প্রথম বার্তা

■ ইতিহাস গড়েছে ভারত। রাকেশ শর্মার পর চার দশক ডিঙিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন ৩৯ বছরের ভারতীয় নভোচর শুভাংশু শুক্ল। মহাকাশ থেকে এবার প্রথম বার্তা দিলেন দেশের গর্ব শুভাংশু। জানালেন 'বর্ণনাতীত' অভিজ্ঞতা। শুভাংশু জানান, 'নবজাতক শিশুর মতো হাঁটা, খাওয়া শিখছি।' মহাশূন্য থেকে দেশবাসীকে 'নমস্কার' জানান তিনি। এদিন নিজের বার্তায় শুভাংশু বলেন, 'কেমন আছ সবাই, মহাকাশ থেকে নমস্কার। এখানে সঙ্গী নভশ্চরদের সঙ্গে দারুণ উত্তেজিত বোধ করছি। কী অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা ছিল, যখন আমি লঞ্চপ্যাডে ক্যাপসুলে বসেছিলাম, তখন আমার মনে একটাই ভাবনা ছিল;চলো যাওয়া যাক।' এখানেই না থেমে ভারতীয় তিনি বলেন, 'যখন যাত্রা শুরু হল, কিছু একটা ঘটল। সিটটা পিছনে ঠেলে দেওয়া হল। এটা ছিল অসাধারণ যাত্রা। এরপর যেন কোনও ব্যাপারই না, তুমি শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছ! এখনও আমি শূন্য অভিকর্ষের সঙ্গে যুঝছি। নবজাতক শিশুর মতো সোজা হয়ে দাঁড়ানো, হাঁটা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, খাওয়া ইত্যাদি শিখছি। আমি প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছি।'

কমিশনের ফর্ম নিয়ে অসন্তোষ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০০৩ সালের পর প্রথমবার ভোটার তালিকা সংশোধনে বিশেষ নিবিড় প্রক্রিয়া করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। বিহার থেকে শুরু হলেও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়িত হবে গোটা দেশজুড়ে। কমিশনের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় অবৈধ নাম ছেঁটে ফেলা ও প্রকৃত ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করতেই এই হাউজ-টু-হাউজ সমীক্ষা। তবে এই উদ্যোগকেই চক্রান্তের নাম দিয়ে কড়া আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদক্ষেপকে স্বাগত শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন,'এই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গের জন্য অবশ্যম্ভাবী, এই রাজ্যে সিপিএমের সময় থেকে যা শুরু হয়েছিল সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় আরও চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েছে। এই রাজ্যে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী রয়েছে, যাদের কাছে নকল আধার, নকল শংসাপত্র রয়েছে। মুর্শিদাবাদের সাজ শেখ এরকমই একজন অনুপ্রবেশকারী ছিলেন, যাকে অসম এসটিএফ গ্রেপ্তার করেছে। সে দেড় বছর ধরে একটি খারিজি মাদ্রাসা চালাতো। তার কাছ থেকে নকল আধার, ভোটার কার্ড, নকল শংসাপত্র পাওয়া গিয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্বয়ংশাসিত সংস্থা। তারা যে পদ্ধতি বিহারে চালু করেছে, তা এই রাজ্যে করুক। এতে ভোটার লিস্টে ভুয়ো অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যাবে, যারা বিনা কাগজে এই রাজ্যে ঢুকেছে, তারা তৃণমূলকেই ভোট দেয়, যেমন সাজ শেখ তিনবার তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল দেড় বছর ধরে।'

কমিশনের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নাগরিকত্ব প্রমাণে এবার জন্মস্থান সংক্রান্ত দলিল বাধ্যতামূলক। ১ জুলাই ১৯৮৭-এর আগে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের নিজের জন্মতারিখ অথবা জন্মস্থান সংক্রান্ত নথি দিতে হবে। ১৯৮৭ থেকে ২০০৪-এর মধ্যে জন্ম হলে, বাবা বা মায়ের জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্যও লাগবে। আর ২০০৪-এর পরে জন্মানোদের নিজের ও বাবা-মায়ের জন্মস্থান এবং জন্মতারিখের দলিল জমা দিতে হবে।

এই নিয়মের তীব্র বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, '১৯৮৭ সালের আগে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা কি

এরপর দুয়ের পাতায়

আয়োজনের তদারকিতে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং

জনসমুদ্রে রথযাত্রার সূচনা মমতার হাতেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির থেকে এ বছর প্রথমবার রথযাত্রার আয়োজন। সেই উপলক্ষে বুধবারই দিঘায় পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে নিজেই রশি টেনে রথযাত্রার সূচনা করবেন তিনি।

রথযাত্রার আগের দিন, বৃহস্পতিবার দুপুরে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে রথের রুট ঘুরে দেখেন, পরিদর্শন করেন মন্দির ও চত্বরের সমস্ত প্রস্তুতি। সেখানেই একাধিক মন্ত্রী ও হিডকোর ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে ফিতে ধরে রাস্তার সঙ্গে রথের মাপ খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রী , অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বসু এবং স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'জগন্নাথ মন্দির থেকে নিমকাঠের মূর্তি রথে উঠবে, পাথরের মূর্তি থাকবে মন্দিরেই। রাত থেকেই রথ মন্দিরের সামনেই রাখা থাকবে।' এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা জানান, শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে পুজো। সকাল সাড়ে ৯টার পর রথে তোলা হবে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে। সাড়ে ৯টা থেকেই রথদর্শনের সুযোগ পাবেন ভক্তরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২টো নাগাদ আমরা রথের কাছে আসব। ২টো থেকে আড়াইটে পর্যন্ত হবে আরতি। ঠিক আড়াইটে নাগাদ রথ টানার সূচনা হবে।' রথযাত্রায় ভিড়ের মাঝে যাতে

কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই ব্যারিকেডের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। ব্যারিকেডের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রথযাত্রা দেখতে পাবেন পুণ্যার্থীরা।

> **"ওডিশার রাজা বলেছিলেন, দিঘার মন্দিরটি খুবই ভালো হয়েছে । তবে এই মন্দির শাস্ত্রসম্মত নয়।**
> **—শুভেন্দু**

ব্যারিকেডের সঙ্গে ছোঁয়ানো থাকবে রথের রশি। তাই যেকোনও সময় তা স্পর্শ করতে পারবেন ভক্তরা। পৌনে কিলোমিটার রাস্তা ধরে মাসির বাড়ি যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে থামবে রথ। ভক্তরা চাইলে দর্শন করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মন্দির থেকে মাসির বাড়ির দূরত্ব মাত্র ৭৫০ মিটার। মাঝপথে রথ থামানো হবে। এরপর উল্টো রথের দিন মাসির বাড়ি থেকে রথ আবার ফিরবে মন্দিরে।'

এক লক্ষেরও বেশি দর্শনার্থীকে সামলাতে রথযাত্রার দিন দিঘায় থাকবে বিশেষ নিরাপত্তা বলয়। মুখ্যমন্ত্রী সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, 'রথযাত্রা শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করুন। এটুকু ভিড় সামলাতে পারলে পরের বছর আরও বড় উৎসব করা যাবে।'

'পুরী ধর্মক্ষেত্র, দিঘা বিনোদন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার কলকাতায় রাজ্য বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্বপ্নের দিঘা জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টারকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'দিঘায় এই মন্দির নির্মাণের পেছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অব্যক্ত যন্ত্রণা আছে। বহু বছর আগে একবার তিনি পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন। তাঁর হিন্দু পরিচয় নিয়ে পুরীর সেবায়েতদের সন্দেহ থাকায় তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সেই অপমান ও যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়াতেই তিনি দিঘায় এই জগন্নাথ ধামের পরিকল্পনা নেন।'

শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, 'এই কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন নকশা দেখিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন দিঘার সমুদ্রতটে অবস্থিত পুরনো একটি ছোট জগন্নাথ মন্দিরের স্থানে এটি গড়ে তুলতে। আমি তখন তাঁকে বলি, ওই জায়গাটি সিআরজেড (কোয়াস্টাল রেগুলেশন জোন)-এর আওতায় পড়ে, ফলে সেখানে অনুমতি মিলবে না। পরে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে ভাস্কর্য নির্মাণ করান।'

এর পরেই শুভেন্দুর অভিযোগ, 'মন্দির কখনও সরকারি অর্থে হয় না। কিন্তু এই জগন্নাথ ভাস্কর্য হিডকো নির্মাণ করেছে। অথচ হিডকোর নিজস্ব নিয়মেই বলা আছে, তারা নিউটাউনের বাইরে কোনও অর্থ বরাদ্দ করতে পারে না। সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেই এই কাজ হয়েছে। এই সরকার কোনও আইন-কানুন মানে না। তাই ক্যাগ রিপোর্টও পেশ করা হয় না। যেদিন তদন্ত হবে, বিপদে পড়বে।'

এদিন কালিগঞ্জ প্রসঙ্গ টেনেও তিনি বলেন, 'ওরা তামান্নাকে খুন করলেও, আবার যেদিন ওই বুথে নির্বাচন হবে, তৃণমূলই জিতবে। কারণ, মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতে ভোট দেয়।' শেষে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'পুরী হল শ্রীক্ষেত্র, ধর্মীয় ক্ষেত্র। আর দিঘা শুধুই এক বিনোদন ক্ষেত্র।'

খামেনেইয়ের বার্তা

■ আমেরিকার গালে জোরে থাপ্পড় মেরেছে ইরান! বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে এমনটাই দাবি করলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষবিরতির পরে এই প্রথম প্রকাশ্য বার্তা দেন খামেনেই। গত মঙ্গলবার পশ্চিম এশিয়ার দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি হয়েছে। কিন্তু খামেনেইয়ের কোনও বার্তা আসছিল না। অবশেষে ইরানবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন খামেনেই। সংঘর্ষবিরতির পরে প্রথম বার্তায় ইজরায়েলের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ জয়ে'র জন্য ইরানবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'এত হইচই করে, এত দাবি করার পরেও ইহুদি সরকার (ইজরায়েল) কার্যত ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের (ইরান) হামলায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।'

এসসিও ঘোষণাপত্রে সই করল না ভারত

বেজিং, ২৬ জুন: পহেলগাঁও সন্ত্রাসের কথা তো দূর। উলটে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে অশান্তি ছাড়ানোর অভিযোগ সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) ঘোষণাপত্রে! সূত্রের খবর, এর জেরেই এবার সেই ঘোষণাপত্রে সই করতে অস্বীকার করল ভারত। সূত্রের খবর, ওই নথিতে পাকিস্তানের বালোচিস্তানের কথা উল্লেখ থাকলেও পহেলগাঁওয়ের সেই নৃশংস ঘটনার কোনও উল্লেখ নেই। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলেই পাকিস্তান এবং চিনের দ্বিচারিতা ফের একবার প্রকাশ্যে চলে এল বলেই মনে করছেন কূটনীতিবিদদের একাংশ।

পহেলগাঁও সন্ত্রাস এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের অবস্থান এবং পাকিস্তান কীভাবে প্রত্যক্ষে জঙ্গিদের মদত দিচ্ছে, সেটা গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে ভারত। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকে কূটনৈতিকভাবে ইসলামাবাদের পাশে থেকেছে 'বন্ধু' বেজিং। এদিকে আবার এসসিও বৈঠকের সভাপতিত্বও করে চিন। তাই ওয়াকিবহল মহলের মতে, ইচ্ছাকৃতভাবেই এসসিও নথিতে পহেলগাঁও সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ সরিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে এধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে।

এসসিও সম্মেলনে বক্তৃতার সময়ে রাজনাথ স্পষ্ট করে দেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দু'মুখো আচরণের কোনও জায়গা নেই। যারা সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে প্রশ্রয় দেয় এবং ব্যবহার করে, তাদের এর পরিণতি ভোগ করতে হবে বলেও এসসিও সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দেন রাজনাথ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লির লড়াইয়ের বার্তা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন, 'এই লড়াইয়ে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যাঁরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দু'মুখো আচরণ করে, সেই দেশগুলির সমালোচনা করতে এসসিও-র কোনও দ্বিধা থাকা কাম্য নয়।'

সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন-এর (এসসিও) সদস্যরাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন চলছে চিনে। ওই সম্মেলনে বক্তৃতার সময়েই এই মন্তব্য করেন রাজনাথ। উল্লেখ্য, এসসিও-র সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাকিস্তানও রয়েছে। তাই চিনের মাটিতে দাঁড়িয়েই নাম না-করে এই ভাষাতেই পাকিস্তানকে বিঁধলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথের মতে, পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডে যে ধরনের জঙ্গিহানা দেখা গিয়েছে, তার সঙ্গে ভারতে অতীতে লস্কর-এ-তইবার জঙ্গিহানার ধাঁচ মিলে গিয়েছে। বস্তুত, গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে বৈসরন উপত্যকায় হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। ওই হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়, যাঁদের মধ্যে ২৫ জনই ছিলেন পর্যটক। পহেলগাঁওয়ের হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানের যোগ রয়েছে বলে শুরু থেকেই অভিযোগ তুলে আসছে ভারত।

গ্রেপ্তারি আটকাতে নয়া পন্থা এবার ছিনতাইকারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন পন্থা ছিনতাইকারীদের। ছিনতাই করে পালিয়ে রিহ্যাবে কোনও ভাবে আশ্রয় নিতে পারলেই নাকি নিশ্চিন্ত। কারণ, রিহ্যাব থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে না পুলিশ। আর এমনই পন্থা নিতে দেখা গেল ভবানীপুরের ছিনতাইয়ের ঘটনায় অভিযুক্ত বিক্রম প্যাটেল ওরফে সিন্টুকে।

গত ২৪ জুন ভর সন্ধেয় মহিলার গলা থেকে হার ছিনিয়ে পালিয়েছিল এই সিন্টু। এরপর তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজলেও পুলিশ কোনও ভাবেই তার খোঁজ পাচ্ছিল না। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে সিন্টু আশ্রয় নেয় সোনারপুরের এক রিহ্যাব সেন্টারে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ধরা পড়েন ওই ছিনতাইবাজ। সোনারপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভবানীপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৪ জুন শম্পা মিত্র নামে বছর পঞ্চান্নর ওই মহিলা পুলিশকে জানান, ঘটনার দিন সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ ফুটপাথ দিয়ে একা হাঁটছিলেন তিনি। তখন এক দুষ্কৃতী আচমকা তাঁর গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। হারটির ওজন ১৫ গ্রাম ছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। স্থানীয় সোর্স কাজে লাগিয়ে পুলিশ জানতে পারে, বিক্রম ওই মহিলার হার ছিনিয়ে পালিয়েছে। এরপরই সিন্টুর খোঁজে নামে পুলিশ। এরপর পুলিশ জানতে পারে, সোনারপুরে একটি রিহ্যাব সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছে সিন্টু। এর আগেও রিহ্যাব সেন্টারে থাকার সূত্রে সিন্টু জানত রিহ্যাব সেন্টারে থাকলে নাকি গ্রেপ্তারি এড়ানো সম্ভব। দোষ মাফ হয়ে যায়। সেই কারণে এই পন্থা নেয় সিন্টু। তবে এই রিহ্যাব সেন্টার থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে বিক্রম প্যাটেল জানান, সূর্যকুমার স্ট্রিটে এক স্বর্ণব্যবসায়ীকে তিনি একটি সোনার হার বিক্রি করেছেন। তবে ওই হারটি তাঁর স্ত্রীর বলে দাবি করেন। পুলিশ এরপর ওই স্বর্ণব্যবসায়ীর কাছ থেকে হারটি উদ্ধার করে। পাশাপাশি পুলিশ এও জানিয়েছে, বিক্রম পেশাদার ছিনতাইবাজ। টালিগঞ্জ থানা এলাকায় বাড়ি। একাধিক ঘটনায় জেল খেটেছেন।

ডিজিটাল পেমেন্টে উৎসাহ, হাওড়া বিভাগের বিশেষ প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের বাণিজ্যিক বিভাগ এক বিশেষ এটিভিএম প্রলিফিরেশন ক্যাম্পেইন আয়োজন করে। এই প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল যাত্রীদের অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং ইউপিআই, ভীম ও কিউআর-ভিত্তিক অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা। হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার-এর নেতৃত্বে আয়োজিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের অনারক্ষিত টিকিট কাটার সহজ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়। বিশেষভাবে দেখানো হয়, কিভাবে স্মার্টফোন ব্যবহার করে নগদ অর্থ ছাড়াই সহজে টিকিট কেনা যায়। ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ক্যাম্পেইন ডিজিটাল সচেতনতা ও পরিবেশবান্ধব রেল ব্যবস্থার দিকেই এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। হাওড়া বিভাগ ভবিষ্যতেও এমন প্রচার চালিয়ে যাবে বলেই জানানো হয়েছে।

ব্যানার্জি পরিবার কারও নয়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খামে ভরা টাকা নিয়ে নদিয়ার কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে নিহত নাবালিকার বাড়িতে গিয়েছিলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। কিন্তু তৃণমূলের দেওয়া আর্থিক সাহায্য ফিরিয়ে দিয়েছেন নিহতের মা সাবিনা বিবি। বরং দোষীদের তিনি শাস্তি চেয়েছেন। বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বাংলার সংখ্যালঘুদের এখনও ভাবা উচিত পাপীদের পাশে এখনও তাঁরা দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর দাবি, ব্যানার্জি পরিবার কারও নয়। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া ওরা কিছুই জানে না। তবে সংখ্যালঘুদের বোঝালেও, ওরা কিছুতেই বুঝবে না। ওরাই তো আবার বলছেন, প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। প্রসঙ্গত, বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়ায় এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বলেছেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫০ টি আসনের নীচে আটকে যাবে। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, অভিষেকের বুদ্ধি হয়েছে। ওর এখন অনেক জ্ঞান হয়েছে। ২০২৬ সাল আসতে দিন। তৃণমূল সব বুঝতে পারবে।

জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেমিনার ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আয়োজিত একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন কেন্দ্রীয় জাতীয় সড়ক প্রতিমন্ত্রী অজয় টামটা। এদিন সকালে তিনি ব্যারাকপুর অন্নপূর্ণা মন্দিরে পুজো দেন। পরে তিনি শ্যামনগর ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারে 'মক পার্লামেন্ট' কর্মসূচিতে অংশ নেন। তারপর জরুরি অবস্থার ৫০ বছর উপলক্ষে এক সেমিনারে তিনি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, কৌস্তভ বাগচী প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল। যা দেশের ইতিহাসে 'কালো অধ্যায়' হিসেবে পরিগণিত। উক্ত সেমিনারে হাজির হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, দেশে জরুরি অবস্থার সময়ে হাজার হাজার মানুষকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে গণতন্ত্রকে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস কিন্তু আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির পৌরহিত্যে দেশের সংবিধান এবং দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মর্যাদা পেয়েছে।

বুধবার গভীর রাতে ভবানীপুরে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার গভীর রাতে ভবানীপুরে লাগল আগুন। এই আগুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা এলাকা ৭১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে হওয়ায় তা গুরুত্ব পায় বেশি। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ পুলিশ হাসপাতালের কাছে বেণীনন্দন স্ট্রিটের একটি গাছে প্রথম আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে থাকা একটি বাড়িতে। গোটা এলাকা মুহূর্তে ঢেকে যায় ধোঁয়ায়। তৈরি হয় আতঙ্ক। কারণ ঘটনাস্থলের পাশেই রয়েছে একাধিক হোটেল ও খাবারের দোকান। স্থানীয়দের দাবি, এই আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না এলে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারত। তবে দমকল আসার আগেই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয়রাই। এরপর দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও, স্থানীয়দের অভিযোগ, খবর দেওয়ার অনেক পরে আসে দমকল।

দমকল ও পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের পর জানা যায়, বিদ্যুতের তারের সঙ্গে ইন্টারনেট কেবলের জট থেকে শট সার্কিট হয়।

বিধানসভায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে মামলা শুরু হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি বিধায়কদের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাকর্মীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে বাদল অধিবেশনের শুরুতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি বিধায়কদের কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষীদের বিধানসভার ভিতরে ঢোকার অনুমতি চেয়ে মামলার দ্রুত শুনানির আবেদনও করা হয়। পাশাপাশি তিনি এও জানান, তিনি এবং অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরে বিরোধী দলনেতার শপথ গ্রহণের দিন এক গোলমালকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিধানসভায় ঢোকা নিষিদ্ধ করে। এদিকে বিজেপি বিধায়করা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পান বলে ওই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন শুভেন্দু অধিকারী ও শঙ্কর ঘোষ।

এই মামলারই শুনানি হয় বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। শুভেন্দুর আইনজীবী জয়দীপ কর জানান, 'যে রাজ্যের পুলিশ বিধানসভার ভিতরে যেতে পারে, তাদের প্রতিটি প্রান্তে প্রবেশাধিকার থাকে, তাদের 'স্ট্রেঞ্জার' বলা হয় না। অথচ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মীরা বৃষ্টিতে ভিজে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এটা সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার লঙ্ঘন।' এখানেই থেমে থাকেননি শুভেন্দুর আইনজীবী। পাশাপাশি এও বলেন, বিধানসভার রুল ৩৫২ এবং ৩৬০ অধ্যক্ষকে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিলেও, 'স্ট্রেঞ্জার' শব্দটি নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এরপই বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্ট্রেঞ্জার কী এবং সেটার ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা জানতে চান রাজ্যের বিরোধী দলনেতার আইনজীবীর কাছে। উত্তরে জয়দীপ কর জানান, স্ট্রেঞ্জার শব্দটি প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। তবে রুল ৩৬১-এর প্যারা ৩(ই)-তে এর কিছুটা ব্যাখ্যা আছে। এরই রেশ ধরে জয়দীপ কর যুক্তি দেন, স্পিকারের নির্দেশ অনুসারে, বিধায়কদের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিরা গেট নম্বর ২-এর সামনে গাড়ি থেকে নামবেন, কেউ অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। অথচ নিরাপত্তা বিষয়টি আর্টিকেল ২১ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার। সেক্ষেত্রে একজন বিধায়কের নিজের নিরাপত্তা রক্ষীও ঢুকতে পারবেন না, এটা সংবিধানসম্মত নয়।'

কমিশনের ফর্ম নিয়ে অসন্তোষ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

ভারতীয় নাগরিক নন? ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়েছে। কেন হঠাৎ করে ১৯৮৭ থেকে ২০০৪ সময়সীমা টানা হচ্ছে?' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই নিয়মের মাধ্যমে বাংলা ও বিশেষ করে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক এবং তরুণদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

মমতা বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা না করে কমিশন এটা করতে পারে না। আমরা কোনও ক্রীতদাসের দেশে বাস করছি না।' একই সঙ্গে অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে প্রচার করছে। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী আরও বলেন, 'দলীয় বুথ এজেন্টদের তথ্য চাওয়া হয়েছে;আমার দল কেন সেই তথ্য দেবে? কেন গোপনীয়তা ভাঙবে?'

কমিশনের যুক্তি, সংবিধানের ৩২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই ভোট দিতে পারবেন। কিন্তু মমতার প্রশ্ন, 'তরুণ প্রজন্মকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতেই কি এই কৌশল? এটা কি এনআরসি? যদি তাই হয়, কমিশন স্পষ্ট করে বলুক। গরিবেরা কোথা থেকে পাবে এইসব শংসাপত্র?'

তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যের বাইরে থেকে লোক এনে ভোটার তালিকা ভরাট করার চক্রান্ত চলছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।' কমিশনের এই সিদ্ধান্তে 'দুর্নীতি'র গন্ধ পাচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'এই তালিকা সংশোধনের আড়ালে বড় ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলকে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।'

প্রসঙ্গত, বুথ লেভেল অফিসারদের মাধ্যমে এনুমারেশন ফর্ম বিলি, ভোটারের বর্তমান তথ্য, ঠিকানা, আধার (ঐচ্ছিক), এপিক নম্বর সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ভোটার চাইলে অনলাইনে ফর্ম আপলোডও করতে পারবেন। ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে ফর্ম জমা না পড়লে ড্রাফট তালিকায় নাম উঠবে না। ১ অগস্ট প্রকাশ পাবে ড্রাফট তালিকা। দাবি-আপত্তির পর ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত তালিকা।

এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'তালিকা হোক, ঠিক আছে, কিন্তু কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়া চলবে না। তৃণমূল দলীয়ভাবে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে। প্রয়োজনে আন্দোলনেও নামব।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯১৫৯ নং এফিডেভিট বলে Sajal Kanri S/o. Tapan Kanri ও Sajal Kr. Kanri S/o. T. Kanri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯১৫৬ নং এফিডেভিট বলে Debashish Kundu S/o. Debi Prasad Kundu ও Debasis Kundu S/o. D. P. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫২৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Maruf Hossen S/o. Sk Golam Mostafa ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ও আমার পুত্রের সঠিক ঠিকানা Vill Fatepur, P.O. Digsui, P.S. Mogra, Dist. Hooghly, Pin 712148 হইতেছে।

নাম-পদবী

আমি Radha Nisad D/o. Ramu Nisad গত ইং ২৫/০৬/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Ayesha Sarkar নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৫/০৬/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৪০৬ নং এফিডেভিট বলে Ayesha Sarkar ও Radha Nisad D/o. Ramu Nisad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **MAYA SAHA** wife of Late Sambhu Nath Saha, aged about 62 years, by faith Hindu by occupation – Housewife. Residing at 15 Ramlal Bazar 1st Row, Haltu, Kolkata-7000078, I, do hereby solemnly affirm and declare before Judicial Magistrate, CGM Court, Calcutta No. 6518 dt. 30th April 2025 Incharge of Affidavit Section that my original name is MAYA SAHA recorded in my PAN card and Aadhaar card.That in the pension account of my husband, Sambhu Nath Saha (since deceased), being Savings Bank Account No. 31773862339, State Bank of India, Garfa Branch and all documents related thereto my name is mentioned as "SUSMITA SAHA" instead of "MAYA SAHA". That "MAYA SAHA" and "SUSMITA SAHA" is the same and identical person. The above statements contained in the foregoing paragraph are true to the best of my knowledge and belief.

CHANGE OF NAME

I, **Parbati Sarkar** D/o, Late Binay Krishna Sikder, W/o, Ashutosh Sarkar R/o, Vill. - Raghabpur, P.O. - Shimulpur, P.S.- Habra, Dist. - 24 Pgs. (N)- 743289, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that in my PAN Card my father's name has been wrongly written as Sannyasi Mallick instead of my father's actual name Binay Krishna Sikder vide Affidavit dated 17.05.2025 before the Notary Public at Kolkata.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি **আশরাফ বিশ্বাস**, পিতা৺রহিম বক্‌স ওরফে রহিম বক্‌সো বিশ্বাস, সাং বাজিতপুর, পোঃ গাজনা, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া এই মর্মে জানাইতেছি যে, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা **মোঃ সফি উল্যা ওরফে আদম আলী** বিশ্বাস গত ইং ০৯.০৭.১৯৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৩২৯নং কোবলা দলিলমূলে জেলা নদীয়া, থানা-হাঁসখালীর ২৬নং বাজিতপুর মৌজার কিছু সম্পত্তি **দুলাল চন্দ্র ঘোষ, দুঃখীরাম ঘোষ, নিতাই চন্দ্র ঘোষ**, সকলের পিতা ৺ননী ঘোষ- এদের নিকট বিক্রয় করেন। আমার উক্ত ভ্রাতার নামীয় নদীয়া জেলার হাঁসখালী থানার ২৬নং বাজিতপুর মৌজায় ৬৯৭নং খতিয়ানের জমির রেকর্ডে তাহার নাম **আদমালী বিশ্বাস**, পিতা- রহিম বক্‌স হইয়াছে এবং উক্ত মৌজায় ৪৯১নং খতিয়ানে তাহার নাম **সফিউল্ল্যা বিশ্বাস**, পিতা রহিম বক্‌স বিশ্বাস হইয়াছে। ১৯.০৬.২০২৫ তারিখের রানাঘাট জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের ১৭৯১৬নং এফিডেভিটবলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোঃ **সফি উল্যা ওরফে আদম আলী বিশ্বাস**, পিতা রহিম বক্‌স বিশ্বাস, **সফিউল্লা বিশ্বাস**, পিতা রহিম বক্‌স বিশ্বাস ও **আদমালী বিশ্বাস**, পিতা রহিম বক্স একই ব্যক্তি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipur
L.A.D. Case No. 01/2025
Banamali Hemram ..... Petitioner

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত পলশ্যা সাকিনের অধিবাসী সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনে বসবাসকারী **উমা রানী মুর্মু প্রঃ হেমরম প্রঃ পাহান** স্বামী - মাখনলাল পাহান, তাহার নিজস্ব অর্থে অর্জিত স্বত্বীয় দখলীকৃত সম্পত্তি যাহা নিম্ন তপশীলে বর্ণনা করা হইল ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রবেট গ্রান্ড হইবার প্রার্থনায় বনমালী হেমরম উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার পরবর্তী ধার্য্য দিন ইং- ২৩-০৭-২০২৫ তারিখ বিচারের জন্য রহিয়াছে। উপরোক্ত দরখাস্তকারীর দরখাস্ত মতে প্রবেট গ্রান্ড হইবার প্রার্থনার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত ধার্য্য দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে ধার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

১) অত্র জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - খড়্গপুর লোকাল, মৌজা পলশ্যা, থানা নং- ৬২৭,সাবেক ১২১, হাল ৪২ স্বত্বেরায়তীয় জোত ১২৩০ দাগে জল .৫০ ডেঃ।
২) অত্র জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - খড়্গপুর লোকাল, মৌজা - পলশ্যা, থানা নং - ৬২৭, স্বত্ব নং- ১৮৭, রায়তী জোত ৭৫০ দাগে জল .৩৪ ডেঃ।
৩) অত্র জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়্গপুর লোকাল, মৌজা- পলশ্যা, থানা নং - ৬২৭, স্বত্ব নং - ২৩২, রায়তীয় জোত ১১০৭ দাগে ডোবা .০৮ ডেঃ, ১১০৮ দাগে কালা ১৩ ডেঃ, মোট - .২১ ডেসিমেল ।
৪) অত্র জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - খড়্গপুর লোকাল, তৌজি নং ১৭০৮, থানা নং - ৬২৭, মৌজা - পলশ্যা, খতিয়ান নং - ১২২, রায়তীয় জোত
৭৬৫ দাগে জল .৪৩ ডেঃ,
৭৬৭ দাগে জল ১২ ডেঃ,
মোট - .৫৫ ডেঃ।

একুনে চারটি স্বত্বে ছয়টি দাগে মোট পরিমান - ১ একর ৬০ ডেঃ।

তাং -২৪.০৬.২৫ আদেশানুসারে
কামরুন নেহার (সেরেস্তাদার)
জেলা ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা জজ আদালত হুগলী চুঁচুড়া
রেফাঃ ম্যাট্রিমনিয়াল স্যুট নং-৪৩৯। ২০২২

এতদ্বারা প্রতিপক্ষ **শ্রীমতি সোমা মণ্ডল** স্বামী বিশ্বজিৎ মণ্ডল, পিতা- বিজয় তালুকদার, সাং- সিমলা সি,টি, পো: চুঁচুড়া আর এস, থানা-চুঁচুড়া জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১০২, আপনাকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে - আপনার স্বামী **শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল**, পিতা- শ্রী বিকাশ মন্ডল, সাং- পিয়ারা বাগান রোড, থানা- চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পোঃ হুগলী, পিন নং ৭১২১০৩, আপনার বিরুদ্ধে হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৯৫৫ সালের ১৩(১) (১এ) ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। হুজুর আদালতের নির্দেশে **শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল** এই বিজ্ঞপ্তি জারী করিতেছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের অন্দরে জেলা জজ হুগলী আদালতের নিকট স্বয়ং অথবা কোন নিযুক্ত উকিল বাবু দ্বারা আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফ শুনানী হইবে।

শ্রী শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া জজ কোর্ট হুগলী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী- অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
চুঁচুড়া জেলা জজ আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

লিখিতং সেখ সওকত আলি পিতা- ফকির আলি, বিগত ইংরাজী ০৪/০৪/২০০৭ তারিখে বারাকপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৭২ নং আমমোক্তারনামা মূলে তাঁহার নিযুক্তীয় আমমোক্তারসেখ আবুল কালাম পিতা- সেখ আব্দুল করিম, মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ২০/০৭/২০১০ তারিখে আমার মক্কেল দুর্গা দত্ত স্বামী- রঞ্জন কুমার দত্ত এবং রঞ্জন কুমার দত্ত পিতা-স্বর্গীয় নির্মল কুমার দত্ত যৌথভাবে বারাকপুর এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৭৯৯৮ নং দলিল মুলে মৌজা- সূর্যপুর, জে.এল. নং-১৪, থানা-টিটাগড়, স্থানীয় শিউলী গ্রামপঞ্চায়েত -এর এলাকাধীন জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, এল.আর খতিয়ান নং ৬৩৯, এল. আর. দাগ নং ১০৬ হইতে ১ (এক) কাঠা ৮ (আট) ছটাক জমি ক্রয় করিয়া স্থানীয় বারাকপুর, ২, বি. এল এবং এল. আর অফিসে নিজ নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

এতদ্বারা সকল জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উক্ত রেকর্ড সম্পর্কিত বিষয়ে কাহারো কোন আইন গত আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা হইলে একমাসের মধ্যে তাঁহারা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন, নতুবা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

পক্ষে/- টি কে রায়,
আইনজিবী,
বারাকপুর আদালত।
EnrolmentNo- WB/1129/1981.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

লিখিতং সেখ সওকত আলি পিতা- ফকির আলি, বিগত ইংরাজী ০৪/০৪/২০০৭ তারিখে বারাকপুর এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৭২ নং আমমোক্তারনামা মূলে তাঁহার নিযুক্তীয় আমমোক্তার সেখ আবুল কালাম পিতা-সেখ আব্দুল করিম, মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ২৬/১২/২০১২ তারিখে আমার মক্কেল সুচিত্রা ঘোষ স্বামী রতন ঘোষ বারাকপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২৭৯১ নং দলিল মুলে মৌজা- সূর্যপুর, জে.এল. নং-১৪, থানা- টিটাগড়, স্থানীয় শিউলী গ্রামপঞ্চায়েত -এর এলাকাধীন জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, এল. আর খতিয়ান নং ৬৩৯, এল. আর. দাগ নং ১০৬ হইতে ১ (এক) কাঠা ৮ (আট) ছটাক ৮ (আট) বর্গফুট জমি ক্রয় করিয়া স্থানীয় বারাকপুর, ২, বি. এল এবং এল. আর অফিসে নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

এতদ্বারা সকল জন সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উক্ত রেকর্ড সম্পর্কিত বিষয়ে কাহারো কোন আইনগত আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা হইলে এক মাসের মধ্যে তাঁহারা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন, নতুবা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

পক্ষে/- টি কে রায়,
আইনজিবী,
বারাকপুর আদালত।
Enrolment No- WB/1129/1981.

PUBLIC NOTICE

One Original Deed of Conveyance, dated 15-12-1978, executed by **Jagabandhu Biswas** in favour of **Susanta Sarkar** in respect of Sale of land area measuring about **5.75 Decimal** more or less, lying and situate at **Mouza- Bongaon**, J.L. No.- 116, comprised in Dag No.- 3022 at Police Station- Bongaon in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of S.R. Bongaon and duly recorded in Book- I, Volume No.- 147, Page from 221 to 223, Deed being No.- **12859** for the year **1978**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 2259/25** was lodged on **23-06-2025** with **Bongaon**, Police Station in respect of said deed by my client **SOMA SARKAR.** The said deed is not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela (Advocate)
Barrackpore Court,
Mob: 9748856804

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে জুন। ১২ ই আষাঢ়। শুক্রবার।দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপুর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা। হুগলি জেলার মাহেশে রথযাত্রা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৩৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৯১১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্কন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ জুন ২০২৫, ১২ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার

‘ইলেকশন না-করে সিলেকশনের জন্য চাপ’

মানস কবির বিরুদ্ধে থানায় হেনস্তার অভিযোগ রানি বিড়লা গার্লস কলেজের অধ্যক্ষার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রানি বিড়লা গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা শ্রাবন্তী ভট্টাচার্যকে হেনস্তার অভিযোগের আঙুল উঠল কলেজ অধ্যক্ষ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মানস কবির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়েরও করেন শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য। থানা সূত্রে খবর, তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জেনারেল ডায়েরি করেছে পুলিশ। লিখিত অভিযোগে মানস কবির বিরুদ্ধে হুমকি, হেনস্তা ও চাপ দেওয়ার অভিযোগ করেন শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, রানি বিড়লা গার্লস কলেজে পরিচালন সমিতিতে দুই শিক্ষক সদস্যের মনোনয়ন ঘিরে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। লিখিত অভিযোগে শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য জানান, গত ১৮ জুন অন্য কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে তাঁর কলেজে এসে তাঁকে হুমকি দেন মানস কবি। পরিচালন সমিতিতে ইলেকশন নয়, সিলেকশনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ।

এদিকে অধ্যক্ষার ঘনিষ্ঠদের দাবি, ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির পর মানস কবি তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্য কলেজের কয়েকজন অধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে রানি বিড়লা কলেজে বুধবার আসেন। ভোট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানানোর পাশাপাশি এমন কিছু কথা বলা হয় যার জেরে শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, রানি বিড়লা গার্লস কলেজের হিন্দির অধ্যাপক মন্টু দাসকে পরিচালন সমিতির সদস্য করা নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। এই প্রসঙ্গে শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য এও জানান, ‘ওনাকে ঢোকানোর জন্য সরাসরি না হলেও আমাকে একটা চাপ দেওয়া হয়েছিল ঠিকই। গত কয়েকদিন ধরে মানসিকভাবে চাপ তৈরি করা হয়েছিল।’ একইসঙ্গে শ্রাবন্তী ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠরা এও জানান, মন্টু দাসের বিরুদ্ধে ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট দাখিল করে চাকরি হাতানোর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের নিষ্পত্তি হ ওয়ার আগেই মন্টু দাসকে জিবি’র সদস্য করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। আর সেই কারণেই পরিচালন সমিতির ইলেকশন না করে সিলেকশনের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। তাতে রাজি না হয়ে অধ্যক্ষা বুধবার পরিচালন সমিতির ভোট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর ই বুধবার কলেজের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে অধ্যক্ষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এদিকে শ্রাবন্তীদেবী এও জানান, সিসি ক্যামেরা এড়াতে অধ্যক্ষার কার্যালয়ের পরিবর্তে অন্য ঘরে তাঁকে ডেকে নিয়ে যান মানস কবি। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ তিনি করেছেন তাতে এও জানান, ঘণ্টাখানেক ধরে আলোচনার নামে হেনস্তা করা হয়। শুধু তাই নয়, কথা না শুনলে চাকরি বিপদে পড়বে বলে তাঁকে হুমকিও দেন মানস কবি।

এদিকে প্রশ্ন উঠেছে ১৮ তারিখে ঘটা ঘটনার সাতদিন পর ২৫ তারিখে কেন পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হল। যদিও লিখিত অভিযোগপত্র সেই কারণও উল্লেখ করেছেন শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য। সেখানে তিনি এও জানিয়েছেন, ঘণ্টাখানেক ধরে হেনস্তার শিকার হ ওয়ার পর ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ফলে অভিযোগ দায়ের করার মতো শারীরিক অবস্থায় ছিলেন না তিনি। মঙ্গলবার সন্ধে অর্থাৎ ২৪ জুন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। তারপরই অভিযোগ দায়ের করতে থানায় পৌঁছন।

ওবিসি ইস্যুতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি আটকাবে না, জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওবিসি সংরক্ষণ মামলায় আপাতত হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। ওবিসি সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় আপাতত ভর্তির প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে অনলাইন পোর্টালে ভর্তির আবেদন গ্রহণ চলবে। তবে আবেদনপত্রে ‘ক্যাটেগরি’ উল্লেখ করা যাবে না। পাশাপাশি বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ এও জানায়, আপাতত কোনও ক্যাটেগরি ধরে আবেদন গৃহীত হবে না। বিচারপতি মান্থার মন্তব্য, আবেদন চলুক। যদি সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে, তখন সেই অনুযায়ী দেখা হবে। পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। এদিকে এই মামলায় হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদনকারী বাঁশরী স্বরাজ ও সুবীর সান্যাল জানান, ১৭ জুন হাইকোর্ট পাঁচটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। কিন্তু ৭০ হাজারের বেশি আবেদন ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে, এমনকী সরকারি পোর্টালে ওবিসি (এ ও বি) ক্যাটেগরি অনুযায়ী আবেদন নেওয়া হয়েছে। ৬৬টি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি। নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, এতে

আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে।

উত্তরে রাজ্যের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট জেনারেল ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাজ্য ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি অর্থা স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন দায়ের করেছে। ২৪ জুন উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পোর্টালে তার আপডেট আপলোডও করা হয়েছে। এদিকে আবেদনকারীদের যুক্তি, ক্যাটেগরি উল্লেখ থাকলে ভবিষ্যতে আসন সংরক্ষণে জটিলতা তৈরি হবে। একইসঙ্গে তাঁরা এ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন, আগামী ৫ জুলাই মেরিট লিস্ট প্রকাশের সময় এতে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। দু’পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানায় স্পষ্ট ভাবে জানান, আপাতত সমস্ত ক্যাটেগরি আবেদন করতে পারবে। তবে সেখানে কোনও ক্যাটেগরি উল্লেখ করা যাবে না। আদালত এই পর্যায়ে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করছে না। আগামী ৪ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি। যদি সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ না করে, তখন এই অভিযোগ তোলা যাবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি মান্থা। ওবিসি মামলার শুনানি শুরু কলকাতা হাইকোর্টে। মামলাকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ওবিসি শ্রেণিবিন্যাস করে কলেজে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। গত ১৭ জুন ওবিসির সাম্প্রতিক তালিকার উপর স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। তার পরেও আদালতের নির্দেশ না মেনে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে।

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ মামলা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিচারপতি মান্থা বলেন, কী ভাবে এই অভিযোগ করছেন? ভর্তি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ১২ জুন। আদালতের নির্দেশের পরে শ্রেণিবিন্যাস স্থগিত রাখা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ‘রাজ্য মাঝামাঝি জায়গায় আটকে গিয়েছে। তারা সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে আছে। ধরুন, শীর্ষ আদালত আমাদের রায় খারিজ করে দিল। তখন কী হবে? ভর্তি শুরু নিয়ে কী অসুবিধা?’ রাজ্য এজি’র দেওয়া নথি ও সওয়ালে আশ্বস্ত হয়েছে আদালত। আদালত অবমাননার অভিযোগে রাজ্যের হলফনামা তলব হাইকোর্টের। ৪ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

৪ বছর পর গ্রেপ্তার বিজেপি কর্মী খুনে জড়িত ১ অভিযুক্ত, এখনও অধরা ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১ সালের ২ মে একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন খুন হন কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার (৩০)। এই খুনের ঘটনায় চার বছরের বেশি পলাতক ছিলেন অন্যতম অভিযুক্ত অরুণ দে। অবশেষে এই অরুণ দে-কে ধরল সিবিআই। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে ধৃত অরুণের বাড়ি নারকেলডাঙার গিরিশ বিদ্যা রতন লেনে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই অরুণকে ধরতে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণাও করা হয়েছিল সিবিআইয়ের তরফ থেকে।

কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা অভিজিতকে খুনের ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এরপর আদালতের নির্দেশে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় রাজ্য পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। স্বাভাবিকভাবেই অভিজিতের খুনের মামলার তদন্তভারও যায় এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতেই। এর পাশাপাশি অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় শিয়ালদহ এসিজেএম আদালত ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর পাঁচজনকে অপরাধী ও পলাতক বলে ঘোষণা করে। এরপর পলাতক ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করে সিবিআই। সঙ্গে ঘোষণা করা হয়, সঠিক তথ্য দিয়ে এদের ধরতে সাহায্য করলে মাথাপিছু পুরস্কার স্বরূপ মিলবে ৫০ হাজার টাকা।

আপাতত অরুণ দে সিবিআইয়ের জালে। এখনও অধরা বাকি চার অভিযুক্ত। এই চার অভিযুক্ত হল সুখদেও পোদ্দার ওরফে সুখা, গোপাল দাস ওরফে বিশাল পাল, বিশ্বজিৎ দাস ওরফে বোম্পা এবং অমিত। পলাতক এই চার অভিযুক্তের বাড়িও নারকেলডাঙা থানা এলাকায়।

আরজি কর ইস্যু: ঘটনাস্থল পরিদর্শন বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেবে নিম্ন আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী ধর্ষণ ও খুনের মামলায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আর্জি জানিয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। তবে এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বরং হাইকোর্টের তরফ থেকে জানানো হয় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে শিয়ালদহ আদালত। প্রসঙ্গত, এই মামলার গত শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি আদালতে জানান, আরজি কর ঘটনায় এখনও ঘটনাস্থল বা ‘প্লেস অফ অকারেন্স’ পরিদর্শন করতে দেওয়া হয়নি পরিবারের সদস্যদের। এদিকে মঙ্গলবার গত শুনানিতে আদালতে সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, নির্যাতিতার পরিবার ঘটনাস্থল দেখতে চাইলে আপত্তি নেই। এরপরই বিচারপতি নির্যাতিতার পরিবারকে এই বিষয়ে লিখিত আবেদন করতে বলেন।

তবে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট এই ব্যাপারে স্পষ্ট জানায়, নিম্ন আদালত অর্থাৎ শিয়ালদহ কোর্ট এ ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে। পাশাপাশি, কত জন জুনিয়র আইনজীবী ওই পরিদর্শনে অংশ নিতে পারবেন, তাও নির্ধারণ করবে শিয়ালদহ আদালত। পাশাপাশি এক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশ, আর্জি জমার পড়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিম্ন আদালতকে। এদিকে নির্যাতিতার পরিবারের এই আবেদনকে ঘিরে রাজ্য ও সিবিআইয়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে মতপার্থক্য। সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, আবেদনকারীরা ঘটনাস্থল দেখতে চাইলে তাঁদের আপত্তি নেই। তবে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, ‘তদন্তের নির্দেশ না থাকলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের কোনও যৌক্তিকতা নেই। আবেদনকারী শুধুই মিডিয়ার নজর কাড়তে চাইছেন।’

দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার বাস্তবতা সবচেয়ে ভালো জানেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক। সেই কারণে তিনিই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।’ একই সঙ্গে, তদন্তকারী সংস্থাগুলিকেও লিখিত ভাবে আদালতে তাঁদের এ ব্যাপারে মতামত জানাতে বলা হয়। একইসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, মূল মামলায় সিবিআইকে নতুন করে রিপোর্ট দিতে হবে শিয়ালদহ আদালতে। মামলার সমস্ত পক্ষকেই হলফনামা জমা দিতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ অগস্ট।

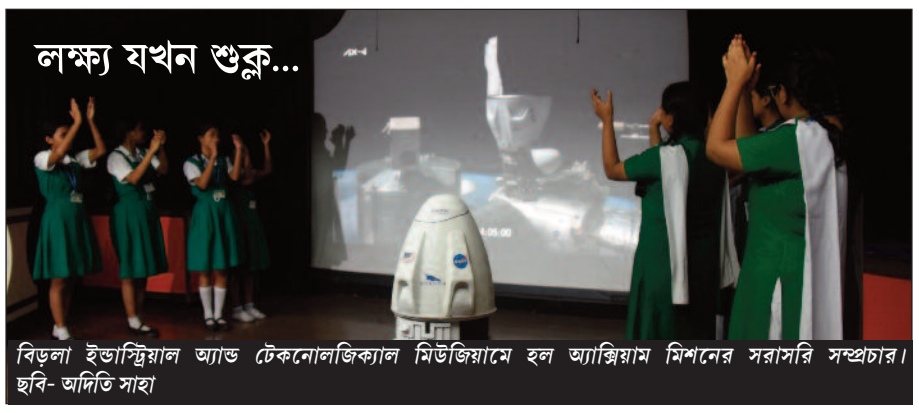

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে হল অ্যাস্ট্রিয়াম মিশনের সরাসরি সম্প্রচার। ছবি- অদিতি সাহা

নিম্নচাপ: বৃষ্টিতে ভাসতে চলেছে রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রথের দিন রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কারণ, বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপের সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত নিম্নচাপ উত্তর ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের উপর অবস্থান করছে। কিন্তু ১২ ঘণ্টার মধ্যেই এই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। তার ওপর সক্রিয় রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখাও। আর তার জেরেই আগামী দু’দিন দিন বাংলার প্রায় সব জেলাতেই হবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আর এখানেই প্রমাদ গুণছে প্রশাসন। কারণ, এখনই যে বেহাল অবস্থা তার ওপর বৃষ্টি হলে, পশ্চিমের জেলাগুলির অবস্থা ভয়ঙ্কর হতে পারে! ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। এদিকে এই নিম্নচাপের প্রভাবে ওডিশা ও বাংলার উপকূলের সমুদ্র উত্তাল থাকবে। ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। তাই শুক্রবারও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এদিকে শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে। ফলে বিঘ্নিত হবে রথযাত্রা। রথের দিনে জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২৭ জুন শুক্রবার রথযাত্রার দিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে। বেশিরভাগ জেলার অধিকাংশ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।

হালিশহরের খাসবাটিতে তৃণমূল ছাত্র নেতার বাড়ির পুকুর ভরাটের অভিযোগ

কড়া প্রতিক্রিয়া প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট নিয়ে বারংবার কড়া বার্তা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী মঙ্গলবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পুকুর ভরাট নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণ তৈরি হলে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবুও বিভিন্ন প্রান্তে জলাশয় কিংবা পুকুর দেদার ভরাট করে চলেছেন জমি হাঙরেরা। এবার জমি হাঙরদের থাবা হালিশহর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের খাসবাটিতে। সেখানে চারধারে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া ভট্টাচার্য বাড়ির পুকুর ভরাটের কাজ চলছে বলে অভিযোগ। যদিও এলাকায় ওই বাড়িটি এখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের বাড়ি হিসেবেই বেশি পরিচিত। যেহেতু শাসকদলের রাজ্য স্তরের ছাত্র নেতার পৈতৃক ভিটের জলাশয় ভরাট হচ্ছে তাই ভয়ে স্থানীয়রা কেউই প্রতিবাদ করার সাহস দেখাচ্ছেন না। যদিও বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূল ছাত্র নেতার বাড়ির পুকুর ভরাটের ছবি দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, তৃণমূল চেয়ারপার্সন তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে দলীয় নেতাদের এবং প্রশাসনকে জলাভূমি ভরাটের ক্ষেত্রে সতর্ক করছেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করছেন না। হালিশহর পুরসভার খাসবাটি এলাকায় নিজের পৈতৃক বাসভবনের পাশে একটি পুকুর অবৈধভাবে ভরাট করছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তাঁর কটাক্ষ, টাকা রোজগারের

জন্য পুকুর ভরাট করা এখন তৃণমূল নেতাদের কাছে সহজ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জগদ্দলের মজদুর ভবনে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, হাতি দেখেছেন তো। হাতির একটা দেখানোর দাঁত আছে। আরেকটা খাবার খাওয়ার দাঁত আছে। মমতা ব্যানার্জিও ঠিক এই ধরনের। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জির কিছু ভুঁইফোড় নেতা আছে। যারা কোনওদিন সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। আবার যারা সিপিএম থেকে তৃণমূলে এসেছেন। তাঁরাই এখন মমতা ব্যানার্জির কাছের লোক হয়ে গেছেন। তাঁর অভিযোগ, কলকাতা কর্পোরেশনে যত পুকুর ভরাট হয়েছে সেগুলো ববি হাকিম ভরাট করিয়েছেন। ভাটপাড়া পুরসভা এলাকায় সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৩৫ টি পুকুর ভরাট হয়েছে। পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার নবান্নে পুকুর ভরাট নিয়ে অভিযোগও করেছেন। বিজেপি নেতার অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতির নিজের বাড়ির পুকুর এখন ভরাট করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ওনার পুরো পরিবার সিপিএমের লোক। উনি এখন তৃণমূল করেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, মমতা ব্যানার্জি পুকুর ভরাট নিয়ে কড়া বার্তা না দিয়ে, প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিক। তাঁর কটাক্ষ, একা খেলে হবে না। ৭৫ শতাংশ কালীঘাটেও পৌঁছতে হবে। বিজেপি নেতার দাবি, ভাটপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান থাকাকালীন তিনি অনেক পুকুর খুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। হালিশহর খাসবাটির ভট্টাচার্য বাড়ির পুকুর ভরাট নিয়ে পুরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষ বলেন, পুরসভা বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু যদি পুকুর ভরাট হয়ে থাকে, তাহলে তা খুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

হাওড়া থেকে পুরী, অতীতে ভক্তির টান ছিল একখণ্ড রশিতে বাঁধা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল, যখন হাওড়ার এক নিরালায় দাঁড়িয়ে থাকা কারখানার গায়ে সূর্যের আলো পড়লে তা ছায়া ফেলে দিত ওডিশার পুরীধামে। এ ছিল ভক্তির সেতুবন্ধন; সামান্য এক টানা রশি, যা হাওড়া থেকে যেত পুরীর রথযাত্রায়, জগন্নাথের রথে ব্যবহারের জন্য। অথচ এই ঐতিহাসিক সংযোগের কথা আজ অনেকেই জানেন না। সনাতনের বিশ্বাস বলে, ভগবান শ্রীজগন্নাথ একদিন মন্দির ত্যাগ করেন, রথে চড়ে যান মাসির বাড়ি গুন্ডিচা মন্দিরে। এই যাত্রার সময় যে রশিতে রথ টানা হয়, তা স্পর্শ করা মানেই আশীর্বাদ পাওয়া। সেই পবিত্র রশি বহু বছর ধরে তৈরি হত হাওড়ার আলমপুরের এক বেসরকারি কারখানায়।

শুধু একটি কারখানা নয়, ছিল এক আবেগ, এক তপস্যার কেন্দ্র। প্রায় ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে সেই কারখানার শ্রমিকরা বানাতেন ২২০ মিটার লম্বা রথের রশি। অর্ডার আসত আষাঢ় মাসের কিছু আগে। দু’দিনের মধ্যেই সে রশি প্রস্তুত হত। কেউ মজুরি চাইতেন না বেশি, কেউ রাত জেগে কাটাতেন, শুধু এই গর্বে; ভগবানের রশি তাঁর হাতে তৈরি হচ্ছে।

কারখানার ম্যানেজার আব্দুল হালিম জানান, আমরা

জানতাম, এটা শুধু একটা কাজ নয়, এটা পুণ্য। সেই ভাবনা নিয়েই তৈরি হত রশি। পুরী থেকে অর্ডার এলেই গোটা কারখানায় উৎসবের আবহ তৈরি হত। শ্রমিক কেনারাম দাস স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমরা ১৪ জন একসঙ্গে কাজ করতাম। কোনও দিন সন্ধে, কোনও দিন রাত, ঘুম নেই একটানা কাজ করেছি। পয়সা তো পেতাম, কিন্তু সেটা বড় কথা ছিল না। বড় কথা ছিল, রশি গিয়ে লাগবে ভগবানের রথে। তবে অতিমারির থাবা ভেঙে দিল সেই ঐতিহ্যের জাল। গত পাঁচ বছর ধরে পুরী থেকে আর কোনও বরাত আসেনি। যে বিভাগের মেশিনে রশি তৈরি হত, সেখানে জল ঢুকে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্ডার না-থাকায় সেই বিভাগ বন্ধ, অনেক শ্রমিকও এখন আর কাজ করেন না। অশোক দাস, যিনি ৩২ বছর ধরে এই কারখানায় কাজ করছেন, বললেন, রথের সময় এলেই বুকটা কেঁপে ওঠে। যাঁরা এখন পুরীতে গিয়ে রশি টানেন, জানেন না সেই রশি একদিন হাওড়া থেকে যেত। এটা আমাদের গর্ব ছিল। স্থানীয় মানুষ দেবব্রত ভৌমিক জানান, তাঁর কাকারা, ঠাকুরদারা এই কারখানায় কাজ করতেন। ছোটবেলায় আমিও রশি তৈরি হতে দেখেছি। স্পর্শ করতাম শ্রদ্ধা নিয়ে। শুধু হাওড়া থেকেই নয়, আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ আসতেন রশি দেখতে। কেউ কেউ প্রণাম করতেন সেই রশিকে। আজ সেই সব দিন নেই। শুধুই স্মৃতি। তবে হাওড়ার আকাশে এখনও যখন আষাঢ়ের বাতাস ভেসে আসে, এই কারখানার প্রাচীন দেওয়ালের ফাঁকে যেন কান পাতলেই শোনা যায় সেই পুরনো শব্দ; চলছে রশি পাকানোর কাজ, চলেছে এক অলক্ষ্য তপস্যা। শ্রমিকদের চোখ আজও রথের সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে; ভগবান, আবার কি একবার সেই বরাত আসবে? আবার কি আমাদের হাতেই বাঁধা হবে তোমার রথের টান?

সম্পাদকীয়

খরচ না অনিশ্চয়তা, কোন কারণে চিকিৎসকের পেশা থেকে মুখ ফেরাচ্ছে রাজ্যের পড়ুয়ারা

এ এক ঘোর অশনি সংকেত। চিকিৎসকের মতো পেশা থেকে ক্রমেই মুখ ফেরাচ্ছে এই প্রজন্মের পড়ুয়ারা। না, এটা কোনও তত্ত্ব কথা নয়, সর্বভারতীয় নিট ২০২৫-এর পরিসংখ্যানেই উঠে এসেছে এই তথ্য। তথ্য বলছে, গত কয়েক বছরের তুলনায় এ রাজ্য থেকে এ বছর নিট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে দশ হাজারেরও বেশি। নিট পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা এনটিএ বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তথ্য বলছে, নিট পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় দেশের প্রথম দশ রাজ্যের অন্যতম হল বাংলা। তারা আট নম্বরে। সেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২০২৪ সালে নিট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছিলেন ১ লক্ষ ২০ হাজার ৭০ জন। পরীক্ষায় বসেন ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩৯৯ জন। সেখানে এ বছর বাংলা থেকে নিটে বসার জন্য নাম নথিভুক্ত করেন ১ লক্ষ ১৬ হাজার ১০৪ জন। পরীক্ষায় বসেন ১ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন। দুই ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থী কমেছে প্রায় ১০ হাজারের কাছাকাছি। চব্বিশ সালে ৯৭৭১ এবং পঁচিশ সালে ৯৪২৯ জন। এতেই স্পষ্ট ডাক্তার হতে আগ্রহ হারাচ্ছে এই প্রজন্মের পড়ুয়ারা। কিন্তু কেন, ডাক্তারির মতো পেশা, যেখানে সামাজিক সম্মান থেকে আর্থিক আনুকূল্য, কিছুরই তো অভাব নেই। ঘরে ঘরে অভিভাবকরা ছেলে মেয়েদের ডাক্তার বানাতে প্রাণপাত করেছেন। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সুযোগ পেতে ঝাঁপিয়ে পড়ত পড়ুয়ারা। বিগত কয়েক দশকে এটাই ছিল বাংলার চেনা ছবি। কিন্তু কী এমন হয়ে গেল যে ডাক্তারি থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করলেন অভিভাবক থেকে পড়ুয়া সবাই। ময়নাতদন্তে উঠে আসছে যা, তার প্রথমেই রয়েছে খরচ। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আসন সীমিত। সেখানে মেধাবী ছাড়া বাকিদের নো এন্ট্রি। এই সুযোগেই গজিয়ে উঠেছে গুচ্ছের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। সেখানে পড়বার জন্য আকাশচুম্বি দর হাঁকা হচ্ছে। প্রায় কোটির কাছাকাছি। যা মেটানোর ক্ষমতা খুব বেশি পরিবারের নেই। তবে অনেকে দাঁতে দাঁত চেপে ছেলেদের পড়াচ্ছেন। কিন্তু তারপরই মোহভঙ্গ। জুটছে না ভালো প্যাকেজ। আর প্রাইভেট প্রাকটিশে পসার জমানোর বিষয়টা আর আগের মতো নেই। এটা মানছেন খোদ অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই। তাঁদের মতে বছর কুড়ি আগে যা ছিল, এখন অবস্থা বেশ কঠিন। তাহলে কী এভাবেই খরচ, আর অনিশ্চিয়তার যাঁতাকলে পিষবে চিকিৎসকের মতো পেশা? ভবিষ্যতের জন্য কিন্তু অশনি সংকেত।

শব্দবাণ-৩১৩

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কলহ, ঝগড়াঝাঁটি ৩. পাঞ্জাবে প্রচলিত জনপ্রিয় লোকনৃত্যবিশেষ ৫. পূজা ৬. ঘুসি, বদ্ধমুষ্টি ৭. মৃত্যুকালীন ৯. আজ্ঞা, হুকুম ১১. বুট ১২. দেবালয়, উপাসনা-গৃহ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পাণ্ডুবর্ণ ২. জন্য, হেতু ৩. খুচরো পয়সা ৪.—পঙ্খী উইড়া গেলে ৭. কিছুতেই নয় ৮. সোনা ৯. পণ্ডিত লোক ১০. দেহ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১২

পাশাপাশি: ২. অবধূনন ৩. বায়ুসেবন ৬. লীলাকানন ৭. এখতিয়ার।

উপর-নীচ: ১. জন্মকুণ্ডলী ২. অববাহিকা ৪. সেখানকার ৫. নলিনীপত্র।

জন্মদিন

আজকের দিন

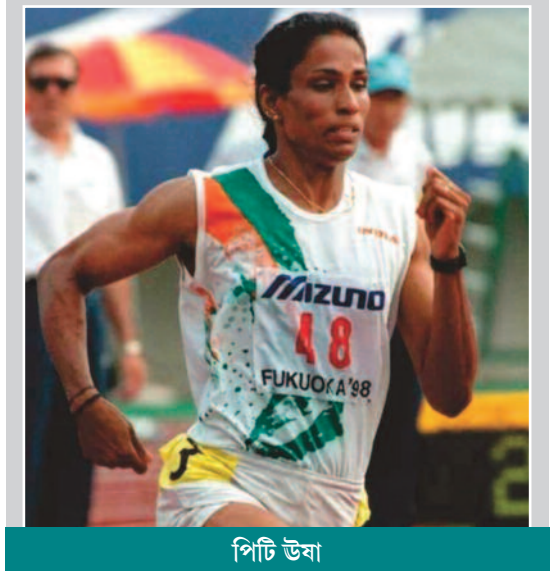

পিটি উষা

১৯১৯ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৩৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক রাহুল দেব বর্মনের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট পিটি উষার জন্মদিন।*

পুরী থেকে গঙ্গাসাগর রথযাত্রায় বিরাজ করেন তেত্রিশ কোটি দেবতা

প্রদীপ মারিক

পুরীর রাজা উত্তর দিকের পথ সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিলে রথ চলা শুরু হয়। প্রথমে রথ যায় গুণ্ডিচা মন্দির, গুণ্ডিচা ছিলেন দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। সেখান থেকে মাসির বাড়ি। মোট পথ ২ কিমি। আবার উল্টো রথের দিন 'গোটে পাহাণ্ডি' প্রক্রিয়ায় গর্ভগৃহে এসে পৌঁছয় শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম। রথের দিন প্রতিটি রথকে পঞ্চাশ গজ দড়িতে বেঁধে আলাদা আলাদা ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গুণ্ডিচাবাড়ি। রথ নির্মাণের জন্য কাঠের সংগ্রহ বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকেই শুরু হয়।

সাগরদ্বীপ মানেই গঙ্গাসাগর, সারা পৃথিবী থেকে পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন এখানে পুণ্যার্জন করতে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র ভূমি গঙ্গাসাগর। সাগরদ্বীপে মহা ধুম ধাম করে পালিত হয় রথযাত্রা। সাগরদ্বীপের ইসকনের রথযাত্রা উৎসব আধ্যাত্মিক ঐক্য, ভক্তি এবং আনন্দের প্রতীক হয়ে উঠেছে, লক্ষাধিক ভক্তের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই রথযাত্রা। পুণ্যার্থীরা পবিত্র রথ টানার সময় উচ্চৈস্বরে শ্রী হরির পবিত্র নাম জপ করে ঐশ্বরিক আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ পুরীর প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে , পূজা, রথ মেরামত এবং সাজসজ্জা সহ রথযাত্রার আয়োজন করে ইসকন। কেবল মাত্র ইসকন নয়, সাগরদ্বীপের মুড়িগঙ্গা, চৌরঙ্গী, বাগবাজার, চেমাগুড়ি, হরিনবাড়ি, চিত্ত মোড় থেকে পয়লা ঘেরি, কচুবেরিয়া আশ্রম মোড়, বামনখালী তে রথযাত্রা আয়োজন করা হয়। সাগরদ্বীপের এই রথযাত্রা আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। রথযাত্রা হ'ল সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে পালন করা হয় । এই উৎসব কালক্রমে হয়ে উঠেছে ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষের মহা মিলন তীর্থ । পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা হল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রথযাত্রা। রথ যাত্রা উপলক্ষে প্রাচীন কাহিনীকে বিশ্বাস করে রথযাত্রার উৎসব পালন করা হয়। এক বিশেষ সূর্যগ্রহন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম বা বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রা এবং দ্বারকাবাসীকে নিয়ে কুরুক্ষেত্রের পবিত্র দ্বৈপায়ন হ্রদে পুণ্যস্নানে যান। সেই সময় এই পুণ্যস্নানে বৃন্দাবন থেকে ব্রজবাসীরাও অংশগ্রহণ করেন। তারা জানতে পারে কুরুক্ষেত্রে এই পুণ্যস্নানে তাদের নয়নের মনি ব্রজের গোপাল শ্রীকৃষ্ণও এসেছেন । এখানে বৃন্দাবনের ব্রজবাসীর সাথে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয় । তারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে মহা আনন্দে আত্মহারা । ব্রজবাসীরা ঠিক করলো শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন ব্রজধামে নিয়ে যাবে । রথে আসীন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর সুভদ্রার রথের ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই রথের রশি টেনে বৃন্দাবনে নিয়ে আসে । দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর বড় ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তন স্মরণে এই রথযাত্রা উৎসব আয়োজন করা হয় । রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দির সহ দেশের সকল জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র মূর্তি মন্দির বাহিরে সর্বসমক্ষে আনা হয়। তারপর তিন জনকে আলাদা তিনটি সুসজ্জিত রথে বসিয়ে দেবতাদের পূজা সম্পন্ন করে রথ টানা হয়। পুরীর রথযাত্রা উৎসবে মূল দর্শনীয় এই সুসজ্জিত তিনটি রথ । রথ তিনটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যাত্রার প্রথমে থাকে বড় ভাই বলরামের রথ। এই রথের নাম হল তালধ্বজ রথ। এতে মোট চোদ্দোটি চাকা আছে এর উচ্চতা চুয়াল্লিশ ফুট। রথটি নীল রঙ দ্বারা আবৃত। বলরামের পিছনে থাকে বোন সুভদ্রার রথ। এই রথের নাম হল দর্পদলন রথ। এতে মোট বারোটি চাকা আছে এর উচ্চতা তেতাল্লিশ ফুট । সুভদ্রার রথটি ধ্বজা বা পতাকায় পদ্মচিহ্ন আঁকা আছে তাই এই রথটির আরেক নাম হল পদ্মধ্বজ রথ । রথটি লাল রঙ দ্বারা আবৃত । সবার পিছনে থাকে শ্রী জগন্নাথদেবের রথ । এই রথের নাম হল নন্দীঘোষ রথ । পতাকায় কপিরাজ হনুমানের মূর্তি আঁকা আছে সেই জন্য এই রথের আরেক নাম হল কপিধ্বজ রথ । এই রথে মোট ষোলটি চাকা আছে প্রতিটি চাকার ব্যাস সাত ফুট এর উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ফুট। রথটি হলুদ রঙ দ্বারা আবৃত । তিনটি রথের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি উপরিভাগের অংশ লাল রঙ দ্বারা আবৃত । রথযাত্রার মাহাত্ম্য সম্পর্কে কঠোপনিষদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে । তাতে উল্লেখ আছে মানুষের দেহ হচ্ছে একটি রথ এবং ঈশ্বর হচ্ছেন তার সারথী, যিনি এই ভবসাগর পরিভ্রমণ পরিচালনা করেন। আত্মা হচ্ছে পরিভ্রমণকারী এবং দেহ তা ধারণ করে জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিচরণ করেন । প্রাণশক্তি, পরধর্মসহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, দয়া, দাক্ষিণ্য, সমতা, প্রশান্তিকে ধারণ করে যেই দেহধারী সঠিক পথ ধরে পরিক্রমা করতে পারে সেই রথ ঈশ্বরের নির্ধারিত আবাসস্থলে পৌঁছতে পারে এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না, বিষ্ণুলোকে বা নিত্যধামে গমন করে মহামিলনের মাধুরী আস্বাদন করতে পারবে, জীবন হবে ধন্য। এমন একটি আধ্যাত্মিক ভাবনা লালন করে রথযাত্রা উপলক্ষে লাখ লাখ সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রভু জগন্নাথকে রথে আসীন অবস্থায় দর্শন করতে বা রথের রশি ধরতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জনও দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না । তাদের বিশ্বাস রথে আসীন জগন্নাথ প্রভুকে দর্শন করে পরম পুণ্য প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, রথারূঢ় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী জগন্নাথকে দর্শন করলে এই জড়জগতের জন্ম-মৃত্যুর আবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, সংস্কৃত ভাষায় রথ মানে গাড়ি এবং যাত্রা মানে মিছিল। ক্ষণিকের জন্য জগন্নাথদেবকে রথের উপর দর্শন করাকে বহু পুণ্য কর্মের ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি এতই পবিত্র যে, কেউ যদি এই দিনে রথ স্পর্শ করেন অথবা এমনকী রথের দড়ি স্পর্শ করেন, তাহলে বহু পুণ্য কর্মের ফল লাভ করতে পারেন। কথিত রয়েছে রথযাত্রার দিন যদি রথের রশি ছোঁয়া যায়, তাহলে তাতে ১০০ যজ্ঞের সমান পুণ্য লাভ হয়। রথযাত্রায় যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মোক্ষ লাভ হয় বলেও বর্ণিত রয়েছে। প্রতিবছর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উদ্বোধন করেন সেখানকার রাজা। রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরায় পুরীর রাজপরিবারের নিয়মানুযায়ী, যিনি রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন, তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর রথের সামনে এসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সম্মুখভাগে ঝাঁট দেওয়ার পরই রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। জগন্নাথদেবের রথের প্রতিটি অংশই অতি পবিত্র। কারণ তিনটি রথেই বিরাজ করেন তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাই এই রথের রশি একটু স্পর্শ করা বা টানা মানে, এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর চরণ স্পর্শ করা। উড়িষ্যার প্রাচীন পুঁথি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সত্যযুগে। সে সময় উড়িষ্যা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়। পুরাবিদদের মতানুযায়ী, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসেন চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বাংলায় পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। এখন বাংলার বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয় রথ এসে পৌঁছায় মন্দিরের সামনের বড় রাস্তায়। পুরীর রাজা উত্তর দিকের পথ সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিলে রথ চলা শুরু হয়। প্রথমে রথ যায় গুণ্ডিচা মন্দির, গুণ্ডিচা ছিলেন দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। সেখান থেকে মাসির বাড়ি। মোট পথ ২ কিমি। আবার উল্টো রথের দিন 'গোটে পাহাণ্ডি' প্রক্রিয়ায় গর্ভগৃহে এসে পৌঁছায় শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম। রথের দিন প্রতিটি রথকে পঞ্চাশ গজ দড়িতে বেঁধে আলাদা আলাদা ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গুণ্ডিচাবাড়ি। রথ নির্মাণের জন্য কাঠের সংগ্রহ বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকেই শুরু হয়। রথের নির্মাণ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। সেই কাঠ সংগ্রহ করা হয় মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে। আর সেই কাঠগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাটা শুরু হয় রামনবমী তিথি থেকে। রথগুলিতে অন্য কোনও ধাতু ব্যবহার করা হয় না। রথের পেরেকও তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রা এই তিনটি দেবতাকে উৎসর্গিকৃত তিনটি রথ সম্পূর্ণ করতে প্রায় দুই মাস। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার তৈরি অসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বর শ্রী শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের। কলির মানুষের দুঃখ কলঙ্ক পাপ মোচনকারী পরমেশ্বর শ্রী শ্রী জগন্নাথ সর্ব সাধারণের মাঝে, তাই মানুষের বিশ্বাস রথযাত্রা দর্শন করা এবং ভগবানের নাম করা এবং রথের রশি ধরলে পুনার্জন করা সম্ভব হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শিবপুর-জয়দেব-কেন্দুলির সংযোগকারী সেতুতে ভাঙন

যাতায়াত বন্ধ করল দুই জেলার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় বৃষ্টি হওয়ায় দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদীতে জলস্রোত বেড়েছে। অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ড ও বিহারে বৃষ্টির জেরে সেই রাজ্যের জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ায় অজয় নদের জলস্রোত বিপদসীমার উপর থাকায় অস্থায়ী সেতু দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল। যার কারণে বৃহস্পতিবার কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে প্রশাসনের তরফে সেই অস্থায়ী সেতু বাঁশ দিয়ে ঘিরে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল। স্থানীয় সূত্রে খবর, অজয়ের জল বেড়ে যাওয়ার ফলে রাস্তার বেহাল অবস্থা। তাই তড়িঘড়ি প্রশাসন ও ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত যান চলাচল এবং যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে বীরভূমের সঙ্গে বর্ধমানের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তবে অজয়ের জল কমে গেলে পুনরায় এই রাস্তার মেরামতের কাজ শুরু হবে জানা গিয়েছে। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ এই সেতু দিয়েই যাতায়াত করে। কেউ বীরভূম তো, কেউ পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে যান। যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে নিত্যযাত্রীরা চিন্তায় পড়েছেন। এই রাস্তা দিয়েই স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, রোগী, শিক্ষক শিক্ষিকা এমনকী, কর্মজীবী মানুষ দৈনন্দিন যাতায়াত করে। যদিও অজয় নদের উপর স্থায়ী সেতুর প্রায় ৯০ শতাংশ নির্মাণ হয়ে গেলেও সেটি দিয়ে যাতায়াত শুরু না হওয়ায় এই বর্ষাতেও সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে বলে অভিযোগ করেন সকলে।

আসানসোলে অভিজাত হোটেলে প্রশাসনিক অভিযান ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের এক অভিজাত হোটেলে প্রশাসনিক অভিযান নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। অভিযোগ, দলীয় মিছিল ও সভাতে আসানসোলে এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কর্মসূচি শুরুর আগে বিশ্রাম নিয়েছিলেন আসানসোলের সেই হোটেলে। অভিযোগ, হঠাৎ অতর্কিতে সেই হোটেলে অভিযান চালায় প্রশাসন। আর তাতেই বিজেপির প্রশ্ন, শুভেন্দু সংশ্লিষ্ট হোটেল ছাড়া অন্য হোটেলে অভিযান চালানো হল না কেন?

জানা গিয়েছে, আসানসোলের অভিজাত এই হোটেলে জেলা প্রশাসন এবং আসানসোল পুরনিগমের যৌথ অভিযান চালানো হয়। হোটেলের সমস্ত কাগজপত্র দেখা থেকে শুরু করে হোটেলের পানশালা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিষেবা দেখা হয়। সেখানে কোনও আইনি ফাঁক রয়েছে কিনা সব কিছু দেখা হয়। যদিও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা, কেন এই অভিযান তা নিয়ে বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি। তাঁরা 'রুটিন চেকআপ' বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনীতি। বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'যেহেতু কয়েকদিন আগে মিছিল এবং জনসভা করতে শুভেন্দু অধিকারী আসানসোলে এসেছিলেন এবং তিনি বেশ কিছুক্ষণ সময়ের জন্য ওই হোটেলে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। পাশাপাশি আসানসোলের মানুষ ওই হোটেলের মালিক তথা শিখ ব্যবসায়ীর আপ্যায়ন নিয়ে সুনামও করেন শুভেন্দু। তাই কী রাজনৈতিক কারণে এই অভিযান? যদি তা না হয় তবে দেখার বিষয় অন্য হোটেলেও একই রকম অভিযান হচ্ছে কিনা।'

যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে ওই ব্যবসায়ী কিছু বলতে চাননি। বিজেপির দাবি, গত শুক্রবার তাদের র‍্যালি আসানসোলের বুকে ইতিহাস রচনা করেছে এবং তৃণমূলের চক্ষুশূল হওয়ার কারণেই হোটেলে আচমকা অভিযান চালানো হয়েছে তাদের প্যাঁচে ফেলতে। কেন শুভেন্দু অধিকারীকে গ্র্যান্ড হোটেলে বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়েছিল সেটিও নাকি তৃণমূলের রাগ। যদিও প্রশাসনের দাবি, এই হোটেলের পাশাপাশি আসানসোলের অপর একটি অভিজাত হোটেলেও অভিযান হয়েছে। বিষয়টিকে আমল দিতে রাজি নন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক শিবদাস জানিয়েছেন, 'কী কারণে অভিযান সেটা প্রশাসন বলতে পারবে। তবে বিজেপির কাছে আর যেহেতু কোনও ইস্যু নেই তাই তারা প্রশাসনিক এই অভিযানকে ইস্যু বানাতে চাইছে।'

কচিকাঁচাদের কাঠের রথ উপহার বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বাজারে স্থানীয় খুদেদের হাতে কাঠের রথ তুলে দিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এলাকার প্রায় ১৫০ টি খুদে বাচ্চাদের হাতে এই কাঠের দড়ি টানা রথ এবং জগন্নাথ দেবের প্রসাদ তুলে দেওয়া হলো। এক খুদের ভাষায়, 'নরেন জেঠু আমাদের রথ কিনে দিয়েছেন আমরা কাল মনের আনন্দে রথ চালাব।' অন্যদিকে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'আজ আমার শৈশবের এই কয়লা অঞ্চলের অলিগলির কথা মনে পড়ছে। ছোটবেলায় এই দড়ি টানা রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম অলিতে গলিতে। তাই আজকালকার খুদেরা যেন মোবাইলমুখী না হয়, সেই সংস্কৃতির টানে এই রথ তুলে দেওয়া হল।'

কুলীন গ্রামের রথের পট্টডোরি পুরীতে না পৌঁছলে জগন্নাথদেবের রথের টান হত না

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: কথিত আছে, কুলীন গ্রামের রথের পট্টডোরি পুরীতে না পৌঁছালে জগন্নাথ দেবের রথের টান হতো না। সাতশো বছরের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা হয়ে আসছে কুনীল গ্রামে। জামালপুর ব্লকের এই কুলীন গ্রামকে তাই 'বৈষ্ণব তীর্থ' বলা হয়।

লোক মুখে শোনা যায়, এই গ্রামে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। রথের রশিতে টানও দিয়েছিলেন তিনি। কুলীন গ্রামের জগন্নাথের পুরনো মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে কবেই। মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্যকে জানান দিতে এখনও টিকে আছে মাথায় বটগাছের বোঝা নিয়ে। পুরনো মন্দিরের বিগ্রহ প্রাচীন গড়ুর এবং বিষ্ণু মূর্তিকে স্থাপন করা হয় মন্দির দালানে। কথিত আছে, লক্ষ্মীনাথ বসু প্রতিষ্ঠা করেন জগন্নাথ মূর্তির। স্থানীয়দের মতে, জগন্নাথ বিগ্রহ পাঁচশো বছরেরও বেশি পুরোনো হলেও রথযাত্রার প্রচলন হয় অনেক পরে, দু' থেকে আড়াইশো বছর আগে। কুলীন গ্রামের জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম নিমকাঠের তৈরি। স্নানযাত্রার পর নতুন করে মূর্তির নবরাগ অর্থাৎ নতুন রং করা হয়। রথযাত্রার ঠিক দু'দিন আগের অমাবস্যায় নতুন বস্ত্র পরিয়ে তোলা হয় সিংহাসনে। রথযাত্রার দিন দুপুরে বিগ্রহের জন্য পুরনো রীতি মেনে অন্নভোগ দেওয়া হয়। পঞ্চব্যঞ্জন-সহ জগন্নাথদেবকে দেওয়া হয় খিচুড়ি ভোগ, বলরামের জন্য সাদা অন্নভোগ, সুভদ্রার জন্য পায়েস। বিকেল হলে বিগ্রহ মন্দিরের সিংহাসন থেকে এনে রথে তোলা হয়। তার আগে সাতবার পরিক্রমা করা হয় রথ। ভোগ দেওয়ার পর সেবাইত পরিবারের প্রবীণ সদস্য রথের ওপর বসেন। তিনি বিগ্রহের কলেবর স্পর্শ করে থাকেন। তারপরেই টান পড়ে রথের রশিতে। রথ চলে যায় গোপেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন ষষ্ঠী বটতলায়। এখানেই উল্টোরথ পর্যন্ত অবস্থান করেন জগন্নাথ-সুভদ্রা ও বলরাম। তবে বর্তমানে বসু পরিবারের কোনও সদস্যই কুলীন গ্রামে থাকেন না। রথের মেলার দায়িত্ব স্থানীয় গাঙ্গুলি পরিবারের। 'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস'-ভনিতায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর কবি মালাধর বসু তাঁর নিবাসের উল্লেখ করেছেন। কুলীন গ্রাম নামের সার্থকতা বোধ হয় এই গ্রামের সুসন্তানদের জন্যই। মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই। শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' রচনাকাল ১৪৭৩-৮০ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবের আগেই রচিত হয়েছিল এই কাব্য। মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসু ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ইতিহাস বলে বসু পরিবারের আমন্ত্রণেই শ্রীচৈতন্যদেব কুলীন গ্রামে আসেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন। চৈতন্য মঙ্গলেও রয়েছে সেই তথ্য। রামানন্দ বসুর শ্রীপাট রূপে পরিচিত কুলীন গ্রাম এক সময়ে বৈষ্ণবতীর্থস্থান হিসেবে দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিল। কথিত, বসু পরিবারের কৃষ্ণভক্তি দেখে শ্রীচৈতন্যদেব প্রতি বছর পুরীতে স্নানযাত্রায় কুলীন গ্রাম থেকে পট্টডোরি পাঠানোর দায়িত্ব দেন। পট্টডোরি হল 'তুলোর ওপর নানা রঙের রেশম সুতো দিয়ে পাকানো কাছি বা বন্ধনী'। এই কাছি দিয়েই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে রথের সঙ্গে বাঁধা হত এবং গলাতে মালার মতো পরানো হত। পরবর্তীকালে এই পট্টডোরি সরবরাহে অবশ্য ছেদ পড়ে। বর্তমানে কুলীন গ্রামের সেবাইত গাঙ্গুলি পরিবারের কোন সদস্য যদি পুরীতে জগন্নাথ দেবের দর্শন করতে যান তাহলে কোনও না কোনও দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। তবে এই কুলীন গ্রামের ঐতিহ্যের রথ বের হয় এখনও।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স রায় এস,** ১০৯এ, জি টি রোড, (দক্ষিণ) হাওড়া ৭১১১০১। ২. **শ্রীমতি পুতুল রায়,** স্বত্বাধিকারী -মেসার্স রায় এস, সাকিন : ৬৫০, শরৎ চ্যাটার্জি রোড শিবপুর, হাওড়া পৌর সংস্থা পিনকোড : ৭১১১০২। ৩. **শ্রীমতি সন্ধ্যা রায়,** সাকিন : ৫৩/১৩,ধর্মতলা লেন শিবপুর, হাওড়া পৌর সংস্থা, পিনকোড ৭১১১০২।	ক) **২,৫১,২৮,২২৩.৮৩ টাকা** (দুই কোটি একান্ন লাখ আঠাশ হাজার দুশো তেইশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা) লোন অ্যাকাউন্ট নং *********৮০৩৩, **১৯.০৩.২০২২** অনুযায়ী এবং **৩০,৭১,৫১৪ টাকা** (তিরিশ লাখ একাত্তর হাজার পাঁচশ চোদ্দ টাকা) লোন অ্যাকাউন্ট নং *********৯৫০০, **১৯.০৩.২০২২** অনুযায়ী বকেয়া। খ) **১৯.০৩.২০২২** গ) **২৪.০৬.২০২৫** (স্বত্ব দখলীকৃত)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এআর-৩-৩য়তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬৭২ বর্গফুট অবস্থিত ভবন নাম অভিঋষি অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬৫০, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পূর্বতন থানা : শিবপুর, বর্তমানে চ্যাটার্জিহাট থানা, জেলা : হাওড়া , হাওড়া পৌর নিগম এর ওয়ার্ড নং ৩৩ অধীন, এবং অবিভক্ত জমি এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ যা স্বত্ব দলিল বর্ণিত মতে।

তারিখ : ২৭.০৬.২০২৫, স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ১২ অধীনে)
নদিয়া কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	**নদিয়া কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার গঠনের তারিখ	১০ মার্চ ২০০৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা গঠিত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পরিচিতি নং/লিমিটেড লায়াবিলিটি পরিচিতি নং :	U45400WB2008PTC123956
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা যদি কিছু থাকে	৮১/২এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬ পশ্চিমবঙ্গ
৬.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া বন্ধের তারিখ	২৪.০৬.২০২৫
৭.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া শুরুর তারিখ	২৪.০৬.২০২৫ (অর্ডার কপি গৃহীত ২৬.০৬.২০২৫ তারিখ)
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কর্মরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং নিবন্ধিত নং	শ্রী গৌতম মুখার্জি, রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP/P-02696/2022-2023/14170
৯.	বোর্ডের নিকট নিবন্ধিত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেল	৬৪, বিহারি লাল পাল স্ট্রিট, সারদা অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, বরানগর, দর্জিপাড়া মোড়, কলকাতা - ৭০০০৩৬ ইমেল : **gm.resolution@yahoo.com**
১০.	লিকুইডেটরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেল	৬৪, বিহারি লাল পাল স্ট্রিট, সারদা অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, বরানগর, দর্জিপাড়া মোড়, কলকাতা - ৭০০০৩৬ ইমেল : **nadiacons.irp@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষর তারিখ :	২৪.০৭.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ- নদিয়া কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ২৪.০৬.২০২৫ ঘোষণা করেছেন।
নদিয়া কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ দফা নং ১০ উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে তাদের দাবি ২৪.০৭.২০২৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করবেন। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিনিয়োগকারী প্রামাণ্য নথি সহ ডাক মারফত বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা এবং বিভ্রান্তকারী দাবির ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
বিনিয়োগকারীগণ কোনও কারণে দেউলিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের দাবি পেশ না করলে, এমন বিনিয়োগকারীগণ কর্পোরেট দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার মধ্যে -২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশন এর ধারা ৩৮ অধীনে দাবি দাখিলকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বা/-
গৌতম মুখার্জি
লিকুইডেটর
নদিয়া কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IPP02696/2022-2023/14170
এএফএ বৈধ ৩১ ডিসেম্বর ২৫ পর্যন্ত
তারিখ : ২৭.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৭.০৪.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **পিন্টু পাখিরা (ঋণগ্রহীতা) পিতা আনন্দ কুমার পাখিরা, চণ্ডীতলা মহেশতলা (এম), সারাঙ্গাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৭, শ্রীমতী মৌসুমী দাস (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা) চণ্ডীতলা মহেশতলা (এম), সারাঙ্গাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৭,** সল্টলেক সেক্টর ৫ শাখা অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৪,৯৩,০৪৯ টাকা (চব্বিশ লাখ তিরানব্বই হাজার উনপঞ্চাশ টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৬ জুন ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **২৫,২১,২৫০ টাকা (পঁচিশ লাখ একুশ হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা)** ২৬.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি -১ : বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, দোতলায় (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) পরিমাণ ৬০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি -৩ তলা বসবাসের ভবন জমির পরিমাণ ৯ কাঠা ৭ ছটাক ১৭ বর্গফুট অবস্থিত বজ বজ পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৯/১/এ, অধর দাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, মৌজা : গড়ভুক্তানন্দনপুর, পরগনা : বালিয়া, তৌজি নং ৩৫৩, আরএস নং ৩৩, জেএল নং ০৮, আরএস দাগ নং ৪৩৩, এলআর দাগ নং ৫৭২। আরএস খতিয়ান নং ৩৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৮, ৬৬২০, ৬৬১৯, ৬৬১৭, এবং ৬৬১৬, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৩ ফুট চওড়া অধর দাস রোড, **দক্ষিণে :** চুমকি গুপ্তার অবশিষ্ট জমি, **পূর্বে :** অলোক মন্ডলের ভবন, **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ শ্রীমতি মৌসুমী দাসের নামে।
সম্পত্তি -২ : বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি, দোতলায় (উত্তর পশ্চিম দিকে) পরিমাণ ৯৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি -৩ তলা বসবাসের ভবন জমির পরিমাণ ৯ কাঠা ৭ ছটাক ১৭ বর্গফুট অবস্থিত বজ বজ পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৯/১/এ, অধর দাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, অ্যাসেসমেন্ট নং ১১০০৫০২৮৬৪৯৭৬, মৌজা : গড়ভুক্তা নন্দনপুর, পরগনা : বালিয়া, তৌজি নং ৩৫৩, আরএস নং ৩৩, জেএল নং ০৮, আরএস দাগ নং ৪৩৩, এলআর দাগ নং ৫৭২। আরএস খতিয়ান নং ৩৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৮, ৬৬২০, ৬৬১৯, ৬৬১৭, এবং ৬৬১৬, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৩ ফুট চওড়া অধর দাস রোড, **দক্ষিণে :** চুমকি গুপ্তার অবশিষ্ট জমি, **পূর্বে :** অলোক মন্ডলের ভবন, **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ শ্রীমতি মৌসুমী দাসের নামে।

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত,** নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ২৮.০৭.২০২৫ তারিখে, **১,৯৯,৭৮,৮৯১ টাকা (এক কোটি নিরানব্বই লাখ আটাত্তর হাজার আটশ একানব্বই টাকা) ০৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ২,০৭,৩৩,১৯৮ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ তেত্রিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা)** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছাপ্পান ভোগ (২) রাঘব শরাফ এবং (৩) রেশমি শরাফ-এর** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
১. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট ৬এ, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৬ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি — **দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরনি
পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ — **পশ্চিমে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।
২. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৭, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৮ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি — **দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরনি
পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ — **পশ্চিমে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।
৩. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৯, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ বিল্ট আপ এরিয়া ৩০৯ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি — **দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরনি।
পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ — **পশ্চিমে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।

তপশিল -২ :
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০৭.২০২৫ **সময় :** সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৫.০৭.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : ২,৭০,৯২,০০০ (দুই কোটি সত্তর লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রি হবে না।
বায়না জমা দাখিল (আর পি এর ১০ শতাংশ) : **২৭,০৯,২০০ (সাতাশ লাখ নয় হাজার দুশো টাকা) টাকা।**
ডাক বর্ধিত করণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৯৮১০১৬৩৩১২
বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ দিল্লি — অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত,** নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৮.০৭.২০২৫ তারিখে, ৫০,৩৬,৮০৯ টাকা (পঞ্চাশ লাখ ছত্রিশ হাজার আটশ নয় টাকা) ০৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ১৩.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ৪৬,৪৮,৫২৯ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ উনত্রিশ টাকা)** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ঘোষ কেবিন (২) শ্রী শেখর ঘোষ (৩) শ্রী অনুপ কুমার ঘোষ (৪) শ্রী সৌরভ ঘোষ এবং (৫) শ্রী ভানু ঘোষ-এর** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ১ পরিমাণ আনুমানিক ৭০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) (আনুমানিক), একতলায় উক্ত ভবনে নাম এবং পরিচিত মোহনা অ্যাপার্টমেন্ট, এবং সংশ্লিষ্ট প্লট জমিতে নির্মিত পরিমাণ আনুমানিক ৮০৩.৫ বর্গ মিটার, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৬৭/১এ, বি টি রোড (দলিল অনুযায়ী) এবং ৬৭/১এ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (কর নথি অনুযায়ী), থানা : টালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২০।
ভবন/ প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : অ্যাকলি হাউস — পশ্চিমে : বিটি রোড
উত্তরে : রাজা মনীন্দ্র রোড — দক্ষিণে : ৬৭/১এফ, বি টি রোড।

তপশিল -২ :
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০৭.২০২৫ **সময় :** সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৫.০৭.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : ৯১,০০,০০০ (একানব্বই লাখ টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রি হবে না।
বায়না জমা দাখিল (আর পি এর ১০ শতাংশ) : **৯,১০,০০০ (নয় লাখ দশ হাজার টাকা) টাকা।**
ডাক বর্ধিত করণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৯৮১০১৬৩৩১২
বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ দিল্লি — অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট - ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২০
ইমেল: sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং ৩৬৫৭৪২০০২৬১ (হোম লোন)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৩.০৬.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী অভিজিৎ মুখার্জি পিতা- বাপি মুখার্জি, হোল্ডিং নং ৩৮, ক্ষুদিরাম পল্লী, পোস্ট ও থানা-ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১১, অনান্য ঠিকানা- ক্ষুদিরাম নগর ইন্দ্রপুরী, পানিহাটি সোদপুর, থানা -ঘোলা, (দুর্গা মন্ডপের কাছে), জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১১১** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৬,৮৮,১৬৪.০০ টাকা (ছয় লক্ষ অষ্টআশি হাজার একশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) ০১.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** এবং সেইসঙ্গে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত অ্যাক্ট এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২১ জুন, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **৬,৮৮,১৬৪.০০ টাকা (ছয় লক্ষ অষ্টআশি হাজার একশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) ০১.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদারগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকার পরিমাপ কমবেশি **১ কাঠা ৭ ছটাক** যা ঘোলা মৌজায় অবস্থিত ,জে.এল. নং ১৪, রে. সা. ১০৩, তৌজি নং ৬, খতিয়ান নং ১৪৩, দাগ নং ১৬৯২, পানিহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে, ২৯ নং ওয়ার্ড, পৌর হোল্ডিং নং ৩৮, ক্ষুদিরাম পল্লী, পোস্ট ও থানা-ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১১ এ অবস্থিত। ১৯৯৮ সালের ডিড নং আই-২৮২৯, বই নং ১, খণ্ড নং ৬৮, পৃষ্ঠা ২০৩ থেকে ২১০, এ.ডি.এস.আর.ও.- সোদপুর, জেলা উত্তর ২৪-পরগনা।
সম্পত্তিটি শ্রী অভিজিৎ মুখার্জির নামে আছে, পিতা- বাপি মুখার্জি ।
সম্পত্তির (জমির প্লট) চৌহদ্দি:- উত্তরে- দাগ নং নং ১৬৯৮ সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণে-** দাগ নং ৩ -এর সম্পত্তি এবং ১০ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা, **পূর্বে-** দাগ নং ১৬৯৩ -এর সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিমে-** দাগ নং ২ -এর সম্পত্তি এবং ১০ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা।

তারিখ: ২১.০৬.২০২৫ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: ব্যারাকপুর — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

Sarenda Pallimongal S.K.U.S. Ltd.
Reg. No. 37 HG, Date : 13.08.1977
Vill.- Sarenda, P.O.- Pachpara, Block-Balagarh, Dist.- Hooghly

প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলি রেঞ্জ তথা হুগলি জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৩৪ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ এবং আংশিক সংশোধনকৃত আদেশ নম্বর ৫৮৮ তারিখ ১৯.০৫.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সারেন্দা পল্লীমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) আগামী ১৭.০৮.২০২৫ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সদস্য ও সদস্যা গনকে আহ্বান করা হচ্ছে। **প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for Delegate Election)**

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ (Publication of Draft Voter List)	০২.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
২	খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি/ অভিযোগ গ্রহণ (Receiving of Claims/ Objection about Draft Voter List)	০৩.০৭.২০২৫ হইতে ১৫.০৭. ২০২৫ (ছুটির দিন ব্যতীত)	সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৩	খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি অভিযোগ নিস্পত্তি (Disposal of Claims Objection about Draft Voter List)	১৬.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ (Publication of Final Voter List)	১৮.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৫	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	১৯.০৭.২০২৫ ও ২১.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৬	মনোনয়ন পত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২১.০৭.২০২৫ হইতে ২২.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৭	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২৪.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৮	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৪.০৬.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৯	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৫.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
১০	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৫.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টার পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
১১	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	১৭.০৮.২০২৫	সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ২.৩০ পর্যন্ত	সারেন্দা প্রাইমারি স্কুল এবং দ্বারপাড়া বেলেশ্বর প্রাইমারি স্কুল
১২	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Votes And Declare of Result)	১৭.০৮.২০২৫	ভোট শেষের পর	সারেন্দা প্রাইমারি স্কুল এবং দ্বারপাড়া বেলেশ্বর প্রাইমারি স্কুল

WBCS Acts এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।
প্রতিনিধি সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্ন বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে ঃ-
নির্বাচন ক্ষেত্র অনুযায়ী পদ ও সংরক্ষণ তালিকা, ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এবং ভোট গণনা কেন্দ্র

ক্রমিক নং	নির্বাচন ক্ষেত্র	প্রতনিধির সংখ্যা	সংরক্ষণ তালিকা	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং গণণা কেন্দ্র
১	বেলেশ্বর।	৫	অংসরক্ষিত-৫	দ্বারপাড়া বেলেশ্বর প্রাইমারি স্কুল
২	বেলেশ্বর ।। ও তেলেনিপাড়া	৪	অংসরক্ষিত-৪	দ্বারপাড়া বেলেশ্বর প্রাইমারি স্কুল
৩	বাসনা।	৬	অসংরক্ষিত-৫ মহিলা-১	দ্বারপাড়া বেলেশ্বর প্রাইমারি স্কুল
৪	বাসনা (ঘোষপাড়া) ও বাবলা	৫	অসংরক্ষিত-৫	দ্বারপাড়া বেলেশ্বর প্রাইমারি স্কুল
৫	ডহরতিওরনই ও মাজদিয়া	৬	অসংরক্ষিত-৪ তপঃজাতি/ উপজাতি-১ মহিলা-১	সারেন্দা প্রাইমারি স্কুল
৬	সারেন্দা।	৬	অসংরক্ষিত-৬	সারেন্দা প্রাইমারি স্কুল
৭	সারেন্দা।।	৫	অসংরক্ষিত-৫	সারেন্দা প্রাইমারি স্কুল
৮	দ্বারপাড়া।	৬	অসংরক্ষিত-৬	দ্বারপাড়া বেলেশ্বর প্রাইমারি স্কুল
৯	দ্বারপাড়া ।।	৬	অসংরক্ষিত-৬	দ্বারপাড়া বেলেশ্বর প্রাইমারি স্কুল
১০	হামনাজপুর	৪	অসংরক্ষিত-৪	সারেন্দা প্রাইমারি স্কুল

তাং ঃ ২৫.০৬.২০২৫
(অভিজিৎ বিশ্বাস) — **(সৌভিক নাথ)**
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক — **সহকারী নির্বাচন আধিকারিক**
সারেন্দা পল্লীমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ — **সারেন্দা পল্লীমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
(CIN : L70109WB1986PLC040864)
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট অফিস : ইউনিট নং ৩০৪-৩০৫, সাদার্ন পার্ক বিল্ডিং, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নয়া দিল্লি-১১০০১৭
ফোন নং : ০১১-৪২৬৫৪২৬৫, ফ্যাক্স নং : ০১১- ৪২৬৫৪২০০
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com
কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)তে ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬, যা সংশোধিত ('দি রুলস') এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা যা বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে।
কোম্পানি আইন ২০১৩ ('দি অ্যাক্ট') ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য রুলস এর রুল ৬, যা বর্ণনা করছে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোনও ডিভিডেন্ড কেউ দাবি না করে থাকেন, বা ভাঙিয়ে না থাকেন, ৭ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য তবে সেই অর্থ কোম্পানি আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করবে। সেইমতো, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ যাদের লভ্যাংশ অর্থ আর্থিক বর্ষ ২০১৭-১৮ এবং তৎপরবর্তী সময়ে কোম্পানি যে লভ্যাংশ প্রদান করেছিল তা যদি বকেয়া আছে/দাবি না করা হয়ে থাকে তবে সেসকল শেয়ারহোল্ডারদের সে সকল সংশ্লিষ্ট শেয়ার নিম্নবর্ণিত আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত করা হবে।
ক. ফিজিক্যাল ফর্মে যদি শেয়ার থাকে, নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ওই শেয়ার আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত হবে, সেইমতো, মূল (অরিজিনাল) শেয়ার সার্টিফিকেট(সমূহ) যা শেয়ারহোল্ডারের নামে রেজিস্টার্ড আছে যা বাতিল হয়ে যাবে এবং তা হস্তান্তরযোগ্য নয় হিসেবে গণ্য হবে।
খ. যদি শেয়ার ডিম্যাট ফর্মে থাকে, শেয়ারগুলি সেক্ষেত্রে সরাসরি আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে রুলস অনুযায়ী; ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর সাহায্য নেওয়া হবে।
রুলসে বর্ণিতমতো শর্ত মেনে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের, যাদের শেয়ার আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত হতে চলেছে তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাবে এব্যাপারে অবহিত করেছে, কোম্পানির কাছে লিপিবদ্ধ করা তাদের সর্বশেষ ঠিকানায় যাতে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। যেসকল শেয়ারহোল্ডারদের যাদের না-ভাঙানো ডিভিডেন্ড পড়ে আছে এবং যাদের শেয়ার হস্তান্তরিত হতে চলেছে তাদের বিশদ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com** - তে দেওয়া আছে।
এতদ্বারা সে সকল শেয়ারহোল্ডারদের বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে কোম্পানির/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের (আরটিএ) কাছে সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি, ফর্ম আইএসআর - ১, আইএসআর - ২ ইত্যাদি প্রযোজ্য মতে সহ ওই অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড আদায়ের জন্য আবেদনপত্র জমা করতে যাতে ওই শেয়ারগুলি আইইপিএফ খাতে জমা না পড়ে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কোম্পানি যদি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও আবেদনপত্র না পায় তবে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই, দি রুলস-এ বর্ণিতমতো রুলস মেনে কোম্পানি ওই সকল শেয়ার আইইপিএফ-এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত করা হবে। সেই সকল শেয়ারসমূহ দি রুলস মেনে যা আইইপিএফ খাতে জমা পড়বে সেক্ষেত্রে কোম্পানির কাছে আর কোনও দাবি থাকবে না। যে কোনও ব্যক্তি যাঁর শেয়ারসমূহ ও অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড আইইপিএফ খাতে হস্তান্তরিত হয়েছে, তারা শেয়ারসমূহ/ডিভিডেন্ড দাবি করতে পারেন ফর্ম আইইপিএফ ৫ মতো আবেদনপত্র জমার মাধ্যমে যার বিশদ তথ্য **www.iepf.gov.in** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com** থেকে পাওয়া যাবে।
এ সম্পর্কিত এবং রুলস সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন যদি কোনও শেয়ারহোল্ডারের থাকে তবে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস -এর সাথে বিতাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিঃ, ৪র্থ তল, দাদা হরসুখদাস মন্দিরের নিকট, ৯৯ মদনগীর, দিল্লি-১১০০৬২, টেলি নং- ০১১-২৯৬১২৮১/২৮২, ই-মেল **beetalrta@gmail.com** এই ঠিকানায় অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থান : দিল্লি
তারিখ : ২৬ জুন ২০২৫

গোঘাটে মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের পাশে থাকার বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত সানবাঁদী এলাকায় শেখ বাকিবুল্লাহ নামে এক বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই বিজেপি কর্মীকে হাত বাঁধা অবস্থায় বাড়ির বারান্দার গ্রিল থেকে রাস্তার ধারে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মৃতের পরিবারের তরফে অভিযোগ তোলা হয়, তাঁদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন গোটা এলাকায় পুলিশের করা নিরাপত্তা ছিল। বিজেপি কর্মীর স্ত্রী-সহ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী এবং দল থেকে আর্থিক সাহায্য করেন তিনি। এছাড়াও মৃত বিজেপির দুই সন্তানের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে দল, এমনটাই জানিয়েছেন বিরোধী দলের নেতা। আগামী দিনেও মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিরোধী দলনেতার সঙ্গে ছিলেন বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা, গোঘাট বিশ্বনাথ কারণ, আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ থেকে শুরু করে সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব। এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই ঘটনাটা বেশ কয়েকদিন আগে ঘটেছে এটা খুবই সন্দেহজনক এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু, মানবিক কারণে আমরা এসেছি, প্রথম দিন থেকেই আমাদের বিধায়করা এবং জেলা সভাপতি পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। পরিবারের পাশে আছেন। আমি বিষয়টা খোঁজ নেওয়ার জন্য এসেছি, কারণ অনেকগুলি প্রশ্ন এসেছে যেটা অমীমাংসিত। ফোন নিয়ে চলে গেছে পুলিশ। কল রেকর্ড বের করে পরিবারকে জানায়নি, যে কী অবস্থায় আছে। তারপরে যে স্যুইসাইড নোট দেখাচ্ছে সেটা পুরানো ২৫/০৫-এর। তখন যদি কেউ স্যুইসাইড নোট লেখেন তাহলে সে তার একমাস পরে স্যুইসাইড করে নাকি কখনও। একমাস আগের স্যুইসাইড নোটে যে তাঁর হাতের অক্ষর কে বলেছে? সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবে কেন পাঠাচ্ছে না, এখনও পরিবার আতঙ্কে আছে। কল রেকর্ড প্রকাশ করতে হবে, সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবে গিয়ে স্যুইসাইড নোটের রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়ে পরিবারের হাতে দিতে হবে।' সবমিলিয়ে এদিন বিরোধী দলনেতা মৃত ওই বিজেপি কর্মীর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

৬২৯ বছরের রীতি মেনে মাহেশে নবযৌবন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ৬২৯ বছরের রীতি মেনে, রথযাত্রা উৎসবের আগে শ্রীরামপুরের মাহেশে পালিত হল 'নবযৌবন উৎসব'। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজতে না বাজতেই মন্দিরের মূল ফটক-সহ গর্ভগৃহের দরজা খুলে দেওয়া হয় ভক্তদের জন্য। বছরে মাত্র একদিন। এ দিনই ভক্তরা দেখতে পান জগন্নাথ দেবের হাত। মাহেশের মন্দির 'নবযৌবন উৎসব'এর জন্য বিখ্যাত। একমাত্র এই দিনেই মাহেশের জগন্নাথদেবকে পড়ানো হয় রুপোর হাত। কথিত রয়েছে, স্নানযাত্রা উৎসবের পরে জগন্নাথদেবের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। তাই তাঁকে মন্দিরের গর্ভগৃহে ১৫ দিনের জন্য নিভৃত বাসে রাখা হয়। এই ১৫ দিন মন্দিরের সব দরজা বন্ধ থাকে, বন্ধ থাকে ভক্তদের নামকীর্তনও। ১৫ দিন পরে মহাপ্রভু সুস্থ হয়ে উঠলে সেই দিনটিকে পালন করা হয় নবযৌবন উৎসব রূপে। এ দিন জগন্নাথদেবের জন্য ৫৬ রকম ভোগ নিবেদন করা হয়। নতুন বেশে সাজিয়ে তোলা হয় জগন্নাথদেবকে। তাঁর সঙ্গেই বলরাম এবং সুভদ্রাকেও রাজবেশে সাজানো হয়। নবযৌবন উৎসবের দিনই প্রথম মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই দিনটি জগন্নাথদেব সব ভক্তদের দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেন। মাহেশের জগন্নাথ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী বলেন, 'আজ মহাপ্রভুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান হয়, অভিষেক হয় হোম জাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে। আমাদের প্রতিবছর নবযৌবন উৎসব হয়।' ৬২৯ বছরের ঐতিহ্য মেনে সব রীতি-নীতি পালন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্বামী খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্ত্রী-সহ ছয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পরিকল্পিতভাবে স্বামীকে খুন করেছিল স্ত্রী। ছেলের সাক্ষীর ভিত্তিতে ১৩ বছর পর দোষী সাব্যস্ত হয় মা-সহ ৬ জন অভিযুক্ত। বৃহস্পতিবার এই কেসে চুঁচুড়া আদালত মোট সাতজনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করল। আইনজীবী বলেন, 'আমি আদালতের কাছে বলেছিলাম এটা বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা তাই সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দেওয়া হোক। আদালত সেটা মনে করেনি। চুঁচুড়া আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় সাত জনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন। প্রত্যেকের ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা। অনাদায়ে দু'বছর জেল।' মৃত কৃষ্ণ মালের ছেলে কুশল বলেন, 'মা যে অপরাধ করেছে, তার জন্য ফাঁসি হওয়া দরকার ছিল।' পোলবা থানার পাটনা গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণ মালকে গলা কেটে খুন করা হয় ২০১২ সালের ২৮ মার্চ। প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পথের কাঁটা স্বামীকে সরানোর পরিকল্পনা করে সুপারি দিয়েছিলেন স্ত্রী! পুলিশ তদন্তে গেলে কৃষ্ণ মালের স্ত্রী রীনা মাল পুলিশকে গল্প ফাঁদে বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। পোলবা থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে, রীনা মালের সঙ্গে বলাগড়ের জিকো পাল নামে এক যুবকের প্রেমের সম্পর্কের কথা উঠে আসে। চুরির ঘটনা, খুন সবটাই সাজানো হয়। এরপর ৪ এপ্রিল একে একে অভিযুক্ত রীনা মাল, জিকো পাল, দীপঙ্কর পাল, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী,অভিজিৎ চক্রবর্তী, রাজা দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

রেলের উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: পূর্ব রেলের ঘোষণা মত বুধবার ২৫ জুন সকাল ১০টা পর্যন্ত সময় ছিল হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের জনাই স্টেশনের পাশে রেলের জমি থেকে অবৈধ দোকানপাট সরিয়ে নেওয়ার জন্য। সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় রাত দশটার পর আরপিএফের বিরাট টিম এসে রেলের উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। উপস্থিত ছিল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের চণ্ডীতলা থানা। প্রায় কয়েকশো দোকানপাট জেসিবি মেশিনের দ্বারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে এলাকাবাসীর বক্তব্য, রেল একটু মানবিকতার দিক থেকে ভেবে এই উচ্ছেদ অভিযান পুজো পর্যন্ত বন্ধ রাখতে পারত। আমাদের এইভাবে পেটে লাথি মারা রেলের ঠিক হয়নি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ (রুল ৮(৬) দ্রষ্টব্য) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**শ্রীমতি মুক্তা ব্রহ্ম (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী শ্রী বাপান ব্রহ্ম, ফ্ল্যাট নং ১০, ৫মতল, নিগমালয় ১, পো: উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২২৫০, পব। **শাখা : রাধাগোবিন্দনগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৬১১ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ঢাকা এরিয়া ৪৮৯ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং ১০, পাঁচতলায়, ভবনের নাম নিগমালয় অ্যাপার্টমেন্ট ১, আরএস দাগ নং ১৯০, এলআর দাগ নং ১০২৪/১৩৪৮, এলআর খতিয়ান নং ২৫৬৩, অবস্থিত মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, এডিএসআর উত্তরপাড়া, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ-৩,কলকাতা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৯০৩০০১১১-২০১৮ সালের তারিখ ১৯.০১.২০১৮ , নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৩২৫ -থেকে ৭৩৫০, সম্পত্তি মুক্তা ব্রহ্মর নামে।	**১৫,২৯,৪৫৭ টাকা (পনের লাখ উনত্রিশ হাজার চারশ সাতান্ন টাকা) ২৬.০৬.২০২৫** অনুযায়ী এবং **২৭.০৬.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ সহ	ক) **১০,০০,০০০ টাকা (দশ লাখ টাকা)** খ) **১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)** গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) IDIB50426790718 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.baanknet@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের **https://baanknet.com**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. রণধীর কুমার, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৭২৭৭০৬৪০০০)/ ২. পঙ্কজ কুমার, শাখা ম্যানেজার (মোবইল : ৭৬০৫৮৫৪২৩০)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৫
স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে "আনডেলিভার্ড" হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
KOLHL16000307, KOLHL16000288	1. বিদ্যুৎ শঙ্কর চৌধুরী 2. সায়নী চৌধুরী	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 21/05/2025 NPA তারিখ : 06/04/2021	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 40,93,469.20/- (টাকা চল্লিশ লাখ তিরানব্বই হাজার চারশো উনসত্তর এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)	**অনুসূচি - I** কথিত ইমারতের তলায় জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত ও অবিভাজ্য ভাগীদারি সহ একত্রে চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং 14–র জে. এন. সুর রোডে বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 9 হিসাবে বিদিত ও নাম্বারযুক্ত মৌজা ও থানা চন্দননগর, জে.এল. নং 1, জেলা – হুগলীর মধ্যেই, 11 নং শীটের খতিয়ান নং 652 অধীনে এল.আর. দাগ নং 896 (কৃষিকার্য রহিত)–তে নথিবদ্ধ খতিয়ান নং 344 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 546 (অংশ)–এর অংশ গঠন করা প্রায় 6 কাঠা 0 ছটাক কমবেশী 0.100 সহস্রাংশ পরিমাপের জমির প্লটে থাকা বা তার ওপর গড়ে ওঠা ও নির্মিত হওয়া "মহল" হিসাবে নামযুক্ত ইমারতের সেকেণ্ড ফ্লোরে প্রায় 711 বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া) পরিমাপের ইউনিট নং C এবং 142 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের কমন মোট এরিয়া হওয়া একটা ফ্ল্যাট। সমগ্র জমির চতুর্সীমা: পূর্ব – মিউনিসিপ্যাল রোড; পশ্চিম – শ্রী রঘুনাথ নন্দীর সম্পত্তি এবং পশুপতি দাস ও অন্যান্যদের পুকুর; উত্তর – কমন প্যাসেজ; দক্ষিণ – শ্রী রঘুনাথ নন্দীর সম্পত্তি

তারিখ: 27.06.2025
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লস্করপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩৫,২১,২২০.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) ০৭.০৯.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায় করা হবে **মেসার্স মিলটন ল্যাবরেটরিস (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : সুদীপ ভৌমিক,** ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো. ওয়েস্ট জগদ্দল, থানা - সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা - ৭০০১৫১। **আরও ঠিকানা :** ১৫/২, কেঁদুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **মেসার্স মিল্টন ল্যাবরেটরিজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী : সুদীপ ভৌমিক** ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। **আরও ঠিকানা :** ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া,কলকাতা : ৭০০০৮৪। **২. শ্রী সুদীপ ভৌমিক (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত শশীকান্ত ভোমিক, ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। **আরও ঠিকানা :** ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া,কলকাতা : ৭০০০৮৪। **খ) লস্করপুর শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন - শ্রী সুদীপ ভৌমিক, মৌজা : এলাচি, দাগ নং ১৭৯৮, খতিয়ান নং ৪৯২,জেএল নং ৭০, আরএস নং ২২৩, তৌজি নং ৬৩, ৬৪, হোল্ডিং নং ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ডনং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৯, দক্ষিণ : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।	**৩৫,২১,২২০.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) **০৭.০৯.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৩৬,৩৪,০০০.০০ টাকা (*)** (ছত্রিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা) খ) **৩,৬৩,৪০০.০০ টাকা** (তিন লাখ তেষট্টি হাজার চারশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50014475966** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৮১০০০ ০২০২১

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৭.০৬.২০২৫ থেকে ১৩.০৭.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.০৭.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২০.০৫.২০২৫/স্থান- কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আসানসোল শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.০৪.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী জগৎ বাহাদুর, পিতা শ্রী মন বাহাদুর এবং সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী মীনা দেবী, স্বামী জগৎ বাহাদুর, ঠিকানা - এসটি নং ৪০, কিউআরএসবি নং ৪/২ডি, আমলাদহি, এরিয়া - ৬, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান চিত্তরঞ্জন, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১৩৩৬৫** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৫১,৩২,৮৭৩.৪৬ টাকা (একান্ন লাখ বত্রিশ হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা)** ৩০.০৩.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৫ জুন ২০২৫ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আসানসোল শাখা নিকট বকেয়া পরিমাণ **৫১,৩২,৮৭৩.৪৬ টাকা (একান্ন লাখ বত্রিশ হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের জমি এবং ভবন সম্পত্তি **শ্রী জগৎ বাহাদুর,** পিতা শ্রী মান বাহাদুর, **উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২৩২৪-০০৩৭৯/২০২২, তারিখ ২৮.০১.২০২২** অবস্থিত মৌজা : মনোহরা, জেএল নং ৫৩, এলআর প্লট নং ০৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৯২, কাল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মনোহরা, পো এবং থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পব-৭১৩৩৩১, পরিমাণ ৮.২৫ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ ঢাকা এরিয়া ৬১৫ বর্গফুট।
চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি প্লট নং ৪(অংশ), দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক।

তারিখ- ২৫.০৬.২০২৫
স্থান - আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড-১৪৮১৭),উল্লাস গেট নং ১, পিন- ৭১৩ ১০৪ (পঃবঃ)
জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পঃবঃ, ইমেইল: sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্ন বর্ণিত তারিখে রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকা তদুপরি সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এর নাম ও ঠিকানা ২) স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**১) মেসার্স গুপ্তা এন্টারপ্রাইজ** **ঠিকানা:** ১৩৬, কানাইনাটশাল, সেন্ট জেভিয়ার্স রোড, বর্ধমান, থানা- পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৩ **২) স্বত্বাধিকারী- তথা-জামিনদার :-** **ক) শ্রী সুশান্ত গুপ্ত** পিতা-প্রয়াত সৌরেন্দ্র নাথ গুপ্ত ও **খ) শ্রীমতি মৌমিতা গুপ্ত** স্বামী- শ্রী সুশান্ত গুপ্ত **উভয়েরই ঠিকানা:-** ১৩৬, কানাইনাটশাল, সেন্ট জেভিয়ার্স রোড, বর্ধমান, থানা- পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৩।	**শ্রীমতী মৌমিতা গুপ্ত -এর নামে** থাকা একটি সম্পূর্ণ দ্বিতল ভবন সহ জমি, যার হোল্ডিং নং- ১৩৬, কানাইনাটশাল পশ্চিম থানা- বর্ধমান, মৌজা বালিডাঙ্গা, বর্ধমান পৌরসভার অধীনে জে.এল. নং- ৩৫, আর.এস. খতিয়ান নং- ৫৬৮, আর.এস. দাগ নং- ১২৮০ এবং এল.আর. খতিয়ান নং- ৭১৮, এল.আর. দাগ নং- ৩০৮৯, প্লট নং- ৪৬৭২, শ্রেণী- বাস্তু, এলাকা ১৬২৭ বর্গফুট (০.০৩৭ একর), **মালিকানা দলিল নং আই-৩৪৯২ তারিখ- ২৯.০৫.২০০০।**	ক) ২৬.০৬.২০২৫ খ) ১৫.১০.২০২৪ গ) ২,১৩,০৫,৬৩৬.০০ টাকা (দুই কোটি তেরো লক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শো ছত্রিশ টাকা মাত্র) **১৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং খরচ এবং অন্যান্য আইনত আদায়যোগ্য পাওনা।

বিগ্রঃ- ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

তারিখ: ২৬.০৬.২০২৫, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান**

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া এতদ্বারা ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী মলয় দাস,** সাকিন : ফ্ল্যাট নং ৯০৪, ১০মতল, শান্তি প্যালেস, ৩৩, আন্দুল রোড (লোয়ার), হাওড়া ৭১১১০৯, আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১০৩, ২য়তল, ২৫, নতুন পাড়া ফার্স্ট বাই লেন, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া র ৭১১১০৯। **লোন এসি** **38327244742 (HBL), 38391571975 (HBL), 39453801133 (HBL), 39872355384 (TOP UP), 38297917594 (SURAKSHA) এবং 39453830095 (SURAKSHA)**	**প্রথম সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৯০৪ , পরিমাণ আনুমানিক ৯৯৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিসহ (সার্ভিস এরিয়া) ১০মতলে, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস বেসমেন্টে পরিমাণ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির অংশ এবং উক্ত প্রেমিসেসে নং ৩৩, আন্দুল রোড (লোয়ার), নতুন খতিয়ান নং ৩৪৮৩, এলআর দাগ নং ১২৮ এবং ১২৯, মৌজা : থানা মাকুয়া, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৪৫, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯। কমপ্লেক্সের নাম : শান্তি প্যালেস, **উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** সিঁড়ি, লবি, লিফট, ফ্ল্যাট নং ৯০৩, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।	১) ১১.০৪.২০২৫ ২) ২১.০৬.২০২৫ ৩) **৫৮,৩৪,২৫১.০০ টাকা** (আটান্ন লাখ চৌত্রিশ হাজার দুশো একান্ন টাকা) টাকা **১১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

সম্পত্তি শ্রী মলয় দাস এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০২০০৪-২০১৯ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৯, পৃষ্ঠা ১০২৮৫৯ থেকে ১০২৯১, এ আর এ -১ কলকাতা অফিস, পশ্চিমবঙ্গ।

(দ্বিতীয় সম্পত্তির বিবরণ) (উক্ত ভবন)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৯ ছটাক ৩৯ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত জি-২ বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা : থানামাকুয়া, জেএল নং ৪০, আরএস দাগ নং ২৯৬, আরএস খতিয়ান নং ২৮৭/১, এলআর দাগ নং ৪৩০, এলআর খতিয়ান নং ৯২১/২, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, হাওড়া পৌর নিগম হোল্ডিং নং ২৫, নতুন পাড়া ফার্স্ট বাই লেন, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া -৭১১১০৯, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৪৫ অধীন, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সকল সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ জেলা সাব রেজিস্ট্রার ১, হাওড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, রানিহাটি, হাওড়া, চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথয দক্ষিণে : বিশ্বনাথ বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : কারখানার সম্পত্তি, পশ্চিমে : বিশ্বনাথ বিশ্বাসের সম্পত্তি এবং ১৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

উক্ত ফ্ল্যাট :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৩, দোতলায় উত্তর- পশ্চিম দিকে পরিমাণ আনুমানিক ৬২০ বর্গফুট ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি, দুই বেডরুম, লিভিং/ডাইনিং রুম, কিচেন, টয়লেট এবং ব্যালকনি এবং সকল ফিটিং এবং সরঞ্জাম এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ চৌহদ্দি : **উত্তরে :** সাধারণ খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** সিঁড়ি, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ১০২, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।
সম্পত্তি শ্রী মলয় দাস এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০২৫৫৬ -২০২০ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০২০, পৃষ্ঠা ৯০৬৯৭ থেকে ৯০৭২৮, অফিস ডিএসআর-১, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
২.	**শ্রীমতি কমলা দেবী রাজভর,** সাকিন ১৬/বি, নতুনপল্লি, ফার্স্ট বাই লেন, পো : দানেশ শেখ লেন, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১১০৯। **লোন এসি** **39861071042(HBL) এবং 39861046469 (SURAKSHA)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিবর্তিত বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত একতলা পাকা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৫৫৭ বর্গফুট, সিমেন্টের মেঝে, দুই বেডরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন এবং সিঁড়ি এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ৮ ফুট সকলের ব্যবহারের পশ্চিম দিকে সম্পত্তির এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় পরিষেবা সহ আরএস দাগ নং ২০, এলআর দাগ নং ২১, আরএস খতিয়ান নং ২৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫৪, ৩৫৫৩, অবস্থিত মৌজা : থানামাকুয়া, জেএল নং ৪০, বর্তমান হাওড়া পৌর নিগমের হোল্ডিং নং ১৬/বি, নতুন পল্লি ফার্স্ট বাইলেন , থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, হাওড়া পৌর নিগমের ওয়ার্ড নং ৪৫ অধীন। এবং হাওড়া জেলা রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া, এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি	১) ২৫.০২.২০২৫ ২) ২১.০৬.২০২৫ ৩) **১৬,৬৬,৭৯১.০০ টাকা** (ষোলো লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশ একানব্বই টাকা) টাকা **২৫.০২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

অফিশ রানিহাটি , হাওড়া, চৌহদ্দি : **উত্তরে :** উকিল শর্মার সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** নিকাশি, **পূর্বে :** সম্পত্তি আরএস দাগ নং ২০, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
সম্পত্তি শ্রীমতি কমলা দেবী রাজভর এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৫১৩০০৮২৬-২০২১ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫১৩-২০২১, পৃষ্ঠা ৩৬০০০ থেকে ৩৬০২৭, ডি এস আর-২ হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
৩.	**শ্রীমতি সোমা দাস,** সাকিন ২৮/২, দক্ষিণ বাকসারা রোড, পো : বাকসারা, থানা : এজেসি বোস বিগার্ডেন, স্বপন স্মৃতি সংঘ এর নিকট, হাওড়া ৭১১১১০ **লোন এসি** **36050379489 (HBL) এবং 36050397920 (SURAKSHA)**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৩ কাঠা ১০০ বর্গফুট আর টি শেড নির্মাণ সিমেন্টের মেঝে সহ, মৌজা : শিবপুর, আরএস দাগ নং ৪০, আরএস খতিয়ান নং ১১৯, জেএল নং ১, সিট নং ৪৯, অবস্থিত হাওড়া পৌর নিগম হোল্ডিং নং ১০/০৬, দক্ষিণ বাক্সারা রোড, পো : বাক্সারা, থানা : শিবপুর,জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১১০, হাওড়া পৌর নিগম ওয়ার্ড নং ৪১, জেলা সাব রেজিস্ট্রার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া অধিক্ষেত্রে ৮ ফুট চওড়া সকলের ব্যবহারের চলার পথ সহ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। চৌহদ্দি : **উত্তরে:** ৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, **দক্ষিণে :** ঊষা অধিকারীর জমি, **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক,	১) ১৬.১১.২০২৪ ২) ২৫.০৬.২০২৫ ৩) ১৮,০১,০২৪.০০ **টাকা** (আঠার লাখ এক হাজার চব্বিশ টাকা) টাকা **১৬.১১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

পশ্চিমে : বিক্রেতার জমি।
সম্পত্তি শ্রীমতি সোমা দাস এর নামে। উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৮৪৫৪-২০১৬ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৬, পৃষ্ঠা ২১৪৭৮০ থেকে ২১৪৮০১, ডিএসআর হাওড়া অফিস সমীপে, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ - ২১.০৬.২০২৫ এবং ২৫.০৬.২০২৫
স্থান - থানামাকুয়া, বিবেকানন্দ নগর, বাঁকসারা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

হিমাচলে মেঘভাঙা বৃষ্টি, চলছে উদ্ধারকাজ

কুলু, ২৬ জুন: মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বুধবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে এবং ৬ জন নিখোঁজ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকার্য। বৃষ্টিতে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে কুলু ও কাংড়া জেলার। দুর্যোগে পড়েছেন পর্যটকরাও।

কুলু জেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে। রেহলা বিহালে সেখানে ৩ জন নিখোঁজ বলে সূত্রের খবর। একাধিক বাড়ি, স্কুল, রাস্তাঘাট এবং ছোট সেতু জলের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুলু জেলার বিপাশা ও শতদ্রু নদীর জল বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পান্ডোহ বাঁধের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। কাংড়া জেলার মানুনি খাদ থেকে ইতিমধ্যেই দু'টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৬ জন এখনও নিখোঁজ। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাছে অস্থায়ী শিবিরে থাকা শ্রমিকরাই মূলত মূলত নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। জলের প্রবল তোড়ে তাঁরা ভেসে গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ শুরু করেছে।

মহারাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় ৩০টি নতুন করোনা সংক্রমণ, মৃত ৩

মুম্বই, ২৬ জুন: করোনার প্রকোপ কিছুটা কমলেও, একেবারে শেষ হয়নি। মহারাষ্ট্রে বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩০ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। মৃতদের মধ্যে একজন সাতারা এবং দু'জন নাগপুরের বাসিন্দা। মহারাষ্ট্রের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ৮ জন মুম্বই, ৩ জন থাণে, ২ জন নবি মুম্বই ও ২ কল্যাণ-ডোম্বিভলি, ৮ জন পুণে, ৫ জন নাগপুর, ১ জন কোলহাপুর ও ১ সাংলির বাসিন্দা।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে ২,৪২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, মৃত্যু হয়েছে ৩৬ জনের। মোট ২৭,৩৯৪ জনের করোনা পরীক্ষা হয়েছে এবং ২,১৬৬ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শুধু মুম্বইতেই ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ৯৭৩ জন সংক্রমিত, যার মধ্যে জুনেই ৫৩২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে।

'আমেরিকার গালে কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছি', জয়ের বার্তা খামেনেইয়ের

তেহরান, ২৬ জুন: যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলেও, তাঁর হালহকিকত নিয়ে ধোঁয়াশা। ইরানের সর্বোচ্চ শাসক আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের খোঁজ দিতে পারছেন না কেউই। এমতবস্থায় গোপন ডেরা থেকে বিশ্বকে বার্তা দিয়ে তিনি ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের ঘোষণা করার পাশাপাশি আগ্রাসন নিয়ে হুঁশিয়ারিও দিলেন আমেরিকাকে।

১২ দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর ভারতীয় সময়, মঙ্গলবার ভোরে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরও জনসমক্ষে দেখা যায়নি খামেনেইকে। অবশেষে বৃহস্পতিবার ভিডিও বার্তায় সকলকে সম্বোধন করে বক্তৃতার শুরুতেই এদিন ইজরায়েলের 'ইহুদি জাতীয়তাবাদী' শক্তির বিরুদ্ধে জয় ঘোষণা করেন খামেইনি। তিনি বলেন, 'ভুয়ো জাতীয়তাবাদী ইহুদি শক্তিকে পরাজিত করার জন্য মহান ইরান দেশকে অভিনন্দন। এত দাবি, হুঙ্কার, দাবিদাওয়াই সার। ইসলামিক রিপাবলিকের প্রত্যাঘাতে প্রায় গুঁড়িয়ে যেতে বসেছিল ওরা।'

ইরান বনাম ইজরায়েল সংঘাত থেকে গোড়ায় দূরত্ব বজায় রাখলেও, অবশেষে পর্যন্ত ইজরায়েলের ত্রাতা হয়েই ফের এগিয়ে আসে আমেরিকা। সংঘাতে নিজেকে জড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা কেন্দ্রে আঘাত হানে আমেরিকার বাহিনী। পালটা জবাব দিতে কাতারে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে আঘাত হানে ইরান। আর তার ঠিক পরই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেন ট্রাম্প।

এদিন খামেনেই জানান, এই যুদ্ধে আমেরিকা নিজেই নিজেকে জড়িয়ে নেয়। ইজরায়েলের পিঠ বাঁচাতে, তাদের ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাতেই এই সংঘাতে নিজেকে জড়ালেও, লক্ষ্যে কাঙ্খিত ফল পেতে ব্যর্থ হয় তারা। খামেনেই বলেন, 'আমেরিকার শাসককে পরাস্ত করার জন্যই দ্বিতীয় অভিনন্দন প্রাপ্য আমার প্রিয় ইরানের। এই যুদ্ধে না ঢুকলে ইহুদি জাতীয়তাবাদী শক্তি গুঁড়িয়ে যাবে বুঝতে পেরেছিল আমেরিকা। এই যুদ্ধ থেকে কিছুই পায়নি ওরা। এখানেও ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বিজয়ী হয়েছে, আমেরিকার গালে কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে।' খামেনেই আরও বলেন, 'আমেরিকাকে জোর ধাক্কা দিয়েছে ইসলামিক রিপাবলিক। এই অঞ্চলে আমেরিকার মূল ঘাঁটি, আল-উদেইদে আঘাত হানা হয়েছে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওদের।'

বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডের ১২টি রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ

বাগেশ্বর,২৬ জুন: টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলা। বুধবার রাতভর বৃষ্টির জেরে ১২টি রাস্তায় মাটি ও পাথর ধসে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কপকোট-কর্মী, ভানি-হরসিংগ্যা, ধুনী-সুকুণ্ডা, পারপো-রাইয়াস, কপকোট-পিণ্ডারি, বড়িয়াকোট-বোরবল্ডা, ধরমঘর-সনগাড়, বাছম-খাতি, ভইয়ু-গুলের, টেটাবগড়, মুনার-গাঁসি, গুলাম-পারগাড়া।

বৃহস্পতিবার সকালে আবহাওয়া পরিষ্কার হলেও, রাতের ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কপকোট অঞ্চল। ইতিমধ্যেই সাফাই অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। টানা বর্ষণে পাহাড়ি রাস্তা বন্ধ। বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীরা।

অম্বুবাচী শেষে কামাখ্যাধামের ফটক খুলতেই ভক্ত সমাগম

গুয়াহাটি, ২৬ জুন: বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩টে ১৯ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে কামাখ্যাদেবীর নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে মহাঅম্বুবাচী মহাযোগের। নিবৃত্তির পর মায়ের স্নানপর্ব শেষে শুরু হয় নিত্যপূজা। দেবীর স্নান ও নিত্যপূজার পর শক্তিপীঠের মূল ফটক লক্ষ লক্ষ ভক্ত-সাধুসন্তের জন্য মন্দিরের মূল কপাট খুলে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের মূল কপাট খোলার পর মায়ের পুজো দিয়েছেন সপত্নীক রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য।

মন্দিরের মূল পুরোহিত তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে কামাখ্যার স্নানপর্বের পর নিত্যপূজা করেছেন। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা চলে নিত্যপূজা। পূজার পর মন্দিরের মূল দরজা খুলে দেওয়া হয়। এরপর জনস্রোতে ভেসে মায়ের পুজো দিয়েছেন সপত্নীক রাজ্যপাল রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য। মায়ের পুজো শেষে মন্দির চত্বরে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'মায়ের কাছে আমি বিকশিত ভারত বাস্তবায়ন এবং ভারতের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শক্তি প্রদানের প্রার্থনা করেছি।'

তিনি বলেন, 'অম্বুবাচি মহাযোগে আগত ভক্তবৃন্দের নির্বিঘ্নে মাতৃ দর্শন নিশ্চিত করতে প্রশাসন এবং মন্দির পরিচালন কমিটি ব্যবস্থা সুসংগঠিত করেছে। নির্বিঘ্নে অম্বুবাচী মহাযোগ সম্পন্ন করতে প্রশাসন এবং অন্যান্য বেসরকারি সংগঠন বহু পরিশ্রম করেছে।' এজন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি আগত ভক্তবৃন্দ, পর্যটক, বিভিন্ন আখড়া ও সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এই ক'দিন নীলাচল পাহাড়ের পাদদেশ থেকে চূড়া পর্যন্ত অভূতপূর্ব জনস্রোতে ভেসেছে। উৎকট, কাঠফাটা গরম, মাঝেমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি উপেক্ষা করে তীর্থযাত্রীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে গমগম করে সতীর ৫১ পীঠের কামাখ্যাধাম। এরই মধ্যে কয়েকজন ভক্ত সংজ্ঞাহীনও হয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় তাঁরা সেরে উঠেছেন বলে জানান কামাখ্যা মন্দিরের প্রধান দলই কবীন্দ্রপ্রসাদ শর্মা।

দুই মহিলা মাওবাদী হত

রায়পুর, ২৬ জুন: ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে ফের মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই। বৃহস্পতিবার ভোরে সংঘর্ষে মাওবাদী সংগঠনের দুই মহিলা সদস্য নিহত হয়েছে। বস্তার রেঞ্জের আইজিপি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়ের ঘন জঙ্গলে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল। আচমকা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা গুলি ছোড়ে পুলিশও। সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত দুই মহিলা মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে।

শিবু সোরেনের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন: বৃহস্পতিবার স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসে রাষ্ট্রপতি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে দেখা করে শিবু সোরেনের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, ৮১ বছর বয়সী ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন গত পাঁচ দিন ধরে স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্যর গঙ্গারাম ক্যান্সার সেন্টার উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতি হাসপাতালের অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং রোগীদের কথাও বলেন। উদ্বোধনের সময় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, দিল্লির উপরাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন।

ময়দান

হেডিংলেতে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট, দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত সাই সুদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে পরাজয়ের রেশ কাটতে না-কাটতেই ভারতীয় শিবিরে আরও একটা ধাক্কা; চোট পেয়ে দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন তরুণ ব্যাটার সাই সুদর্শন। হেডিংলেতে টেস্ট অভিষেক হওয়া এই আইপিএল-ঝলকে ওঠা ক্রিকেটার দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০ রান করলেও, ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে চোট পান। এরপর আর মাঠে নামতে পারেননি তিনি। শেষ দিন ফিল্ডিংয়ের সময় তাঁর পরিবর্তে নামানো হয় নীতীশ কুমার রেড্ডিকে।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখনও পর্যন্ত সুদর্শনের চোটের গভীরতা নিয়ে কিছু জানায়নি, তবে রেভ স্পোর্টস সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি পুরোপুরি ফিট নন। ফলে ২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা এজবাস্টনের দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। যদি সুদর্শন শেষ পর্যন্ত না-খেলতে পারেন, তা হলে কে হবেন তাঁর পরিবর্ত?

হেডিংলেতে তিনি তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। ফলে এই জায়গা দখলের দৌড়ে এগিয়ে থাকবেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। অভিজ্ঞ হলেও, এখনও পর্যন্ত টেস্ট অভিষেক হয়নি তাঁর। বিকল্প হিসেবে ভারত অধিনায়ক শুভমন গিলকেও তিন নম্বরে ফেরানো হতে পারে। গিল যদি পুরনো জায়গায় ফেরেন, তা হলে চার নম্বরে ব্যাট করতে পারেন করুণ নায়ার। হেডিংলেতে তিনি ব্যাট করেছিলেন ছ'নম্বরে।

প্রসঙ্গত, প্রথম টেস্টে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারতীয় দল। সেই জায়গা থেকে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং লাইনআপে পরিবর্তন আনতেই পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে নীতীশ রেড্ডি-সহ একাধিক ক্রিকেটারের প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও ভারতীয় শিবির এখনই সুদর্শনকে নিয়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছে না। হাতে এখনও বেশ কিছু দিন সময় রয়েছে। ফিজিও এবং মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে সুদর্শনের চোট কতটা সেরে ওঠে, তাই ঠিক করবে এজবাস্টনে তাঁর থাকা না-থাকার ভাগ্য। টেস্ট সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ভারতীয় দল দ্বিতীয় টেস্টে পূর্ণ শক্তির দল চাইবে। সেই চাহিদার মাঝেই সুদর্শনের চোট নতুন করে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে রাহুল দ্রাবিড়দের কপালে।

এবার মাঠে সলমন, তারকায় ভরপুর আইএসপিএল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগে নতুন সংযোজন হিসেবে যোগ দিলেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা এবার তাঁর হাতে। এই ঘোষণা করা হয়েছে আইএসপিএলের তরফ থেকে। সলমনকে সঙ্গে নিয়ে আরও সমৃদ্ধ হল তারকা-মালিকদের তালিকা। এর আগে এই লিগে অংশ নিয়েছেন

অমিতাভ বচ্চন (মুম্বই), অক্ষয় কুমার (শ্রীনগর), হৃত্বিক রোশন (বেঙ্গালুরু), রামচরণ (হায়দরাবাদ), সইফ-করিনা (কলকাতা), ও সুরিয়া (চেন্নাই)। এবার তাঁদের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন 'ভাইজান'।

আইএসপিএল মূলত ভারতের তৃণমূলস্তরের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের তুলে ধরার লক্ষ্যে তৈরি এক অভিনব টি-টেন ফরম্যাটের টুর্নামেন্ট, যেখানে টেনিস বলে খেলা হয়। রাস্তার ক্রিকেটকেই বড় মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য এই উদ্যোগ। সলমন খান নিজে জানালেন, এই লিগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশি এবং গর্বিত। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেট ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। সেই আবেগ ও স্পন্দনই আইএসপিএলের মতো লিগ তৈরি করেছে। আমি সব সময় ক্রিকেটকে ভালোবাসি। এই লিগ নতুন প্রতিভাদের সামনে নিয়ে আসছে, সেটাই এর সবচেয়ে বড় সম্পদ।'

তৃতীয় মরশুমকে ঘিরে বাড়ছে উন্মাদনা। আগের দুই মরশুমে আইএসপিএল ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দ্বিতীয় সিজনে ২৮ মিলিয়নের বেশি দর্শক টিভিতে এই লিগ উপভোগ করেছেন, যা প্রথম সিজনের তুলনায় প্রায় ৪৭ শতাংশ বেশি। আইএসপিএলের কোর কমিটির সদস্য সচিন তেণ্ডুলকর জানিয়েছেন, 'এই লিগ শুধুমাত্র খেলাধুলো নয়, এটি স্বপ্নপূরণের একটি মাধ্যম। বিভিন্ন পটভূমি থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা এই লিগে জায়গা পেয়ে তাঁদের মেধা ও পরিশ্রমের প্রমাণ দিচ্ছেন।' আগামী মরশুমে নতুন করে আমদাবাদও যোগ দেবে এই লিগে। সুতরাং, প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। আর দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্বে সলমন খান থাকায় এই লিগ আরও চমকপ্রদ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, তা বলাই যায়।

আজ পিটি উষার জন্মদিন

কলকাতা, ২৬ জুন: ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদদের মধ্যে অন্যতম হলেন পিটি উষা। তাঁকে ভারতীয় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের রানি বলে অভিহিত করা হয়। তিনি কেরলের কোঝিকোড় জেলার পায়োলি গ্রামে ২৭ জুন, ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৭৮ সালে খেলোয়াড়ি জীবনের শুরু থেকে উষা জিতেছেন ১০১টি আন্তর্জাতিক পদক। কিন্তু তাঁর জীবনে সেরা মুহূর্তটি এসেছিল ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে। ১৯৮৪ সালের ৮ অগস্ট সন্ধ্যায়, পিটি উষা অলিম্পিকের ৪০০ মিটার দৌড়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন, ব্যবধানটি ছিল হৃদয়বিদারক। কিছু উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তের পর, পিটি উষা জানতে পারেন যে, রোমানিয়ার ক্রিশ্চিয়ানা কোজোকারু তাঁকে ৪০০ মিটার হার্ডলসে ১/১০০ সেকেন্ডের ব্যবধানে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

ভারতের আইকনিক ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড তারকা পিটি উষা বর্তমানে প্রথম মহিলা অলিম্পিয়ান, যিনি আইওএ সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত আছেন। ১৯৮৫ সালে তিনি পদ্মশ্রী এবং অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন।

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 14/2025-26/ S.B.M (G) vide Memo No.: 1747/Bh-I Block, dated 26/06/2025 has been published.
Details of N.I.e-T : http://wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I BDO, Murshidabad

Government of West Bengal
Office of the Commissioner of Police, Chandannagar Police Commissionerate, Hooghly
NOTICE INVITING e-TENDER FOR
1) TENDER ID: **2025_WBP_ 869634_1 DATED-24/06/2025**, TENDER REFERENCE NUMBER: CPCPC/NIT04 (2ND CALL)/ 2025-26, WORK TITLE: SUPPLY OF PRINTING AND COMPUTER ARTICLES.
2) TENDER ID: **2025_WBP_870286_1 DATED-25/06/2025**, TENDER REFERENCE NUMBER: CPCPC/ NIT 05 (2ND CALL)/ 2025-26, WORK TITLE: REPAIRING OF COMPUTER ARTICLES.
BID CLOSING DATE: **07/07/2025**, FOR MORE DETAILS LOG ON TO: www.wbtenders.gov.in
Sd/-
COMMISSIONER OF POLICE
CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

E-TENDER NOTICE
e-tender is hereby invited by undersigned NIT No. 64/KHARI/15th FC TIED/ TUBEWELL/2025-26, 65/KHARI/15th FC TIED (2024-25)/DRAIN/2025-26 Dated: **26/06/2025** to End Date-**04/07/2025** Date of opening : **07/07/2025** For more details visit the said website- **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Khari Gram Panchayat, Mathurapur-II Block

E-TENDER NOTICE
Bids invited from eligible contractors for construction works vide NIT No.: 03(e)/25-26/WBTDCC/BO/BDN & Circulated M. No.-76/WBTDCC/BO/BDN Dated-25.06.25.
For details visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Branch Manager
WBTDCC Ltd, Bardhaman Br.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৩৮-৪১-২৫, তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত অনুযায়ী পরিবহন ও ফেন্সিং-এর কাজের জন্য ০৪ (চার)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং.-১। **টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৩৮-২৫। কাজের বিবরণ** ঃ আদ্রা ডিভিসন- ডিইএন (সেন্ট্রাল)/ আদ্রা-র অধিক্ষেত্রে অরক্ষিত স্থানে দুর্ঘটনা রোধ করতে চলমান রেলওয়ে ট্র্যাক সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে রাস্তার ব্যারিকেডিং/ফেন্সিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,২৬,৬২,১৬৫.৪৫ টাকা। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৩৯-২৫। কাজের বিবরণ** ঃ দুই বছরের জন্য ডিইএন (ইস্ট)/আদ্রার অধিক্ষেত্রে ট্র্যাক রিন্যুয়াল কাজের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে সড়কপথে পি.ওয়ে সামগ্রীর পরিবহন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০১,৯৭,৪৭৫.৯৭ টাকা। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৪০-২৫। কাজের বিবরণ** ঃ দুই বছরের জন্য ডিইএন (নর্থ)/আদ্রার অধিক্ষেত্রে ট্র্যাক রিন্যুয়াল কাজের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে সড়কপথে পি.ওয়ে সামগ্রীর পরিবহন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৬,১৪,৭৬৩.০৬ টাকা। ক্র.নং.-৪। **টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৪১-২৫। কাজের বিবরণ** ঃ দুই বছরের জন্য ডিইএন (সেন্ট্রাল)/আদ্রার অধিক্ষেত্রে ট্র্যাক রিন্যুয়াল কাজের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে সড়কপথে পি.ওয়ে সামগ্রীর পরিবহন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৩,২৩,৪০৬.৬০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **২১.০৭.২০২৫ দুপুর ৩টা** (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-321)**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নংঃ এসএলএসডিইএলআরএসপিসিওইওটি২২৫, তারিখঃ ২৫.০৬.২০২৫। সিনিয়ার ডিএমই/লোকো/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** শিয়ালদহ লোকো শেড, শিয়ালদহে থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার লোকোমোটিভের জন্য ডেটা রিট্রিয়েভাল ও অ্যানালেটিকস্-এর সংস্থান-এর জন্য আরডিএস কন্ট্রোল অফিস স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঘরের সংস্কার। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** ৫,৬৬,৪০০। **বায়নামূল্যঃ** ১১,৩০০। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ৩টা। **বিড শুরুর তারিখঃ** ০২.০৭.২০২৫। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময়ঃ** ২৫.০৬.২০২৫ বেলা ১২.৫৮ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৪৫ দিন। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ২ মাস। ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখান থেকে টেন্ডারপত্র ডাউনলোড করা যাবেঃ **www.ireps.gov.in**। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হবে তা অগ্রাহ্য হবে।
(SDAH-99/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Office of the
NEALLISHPARA GOALJAN GP
Vill+P.O-Tikiapara, Block - Berhampore, Dist - Murshidabad
ENIT No-05/NGGP/2025, Memo No.: 221/NGGP/En, Dated: 26/06/2025
DATED:- 10/06/25 is here by invited through online by the Prodhan Neallishpara Goaljan Gram Panchayat, Berhampore, Murshidabad for civil works upto 02/07/25.
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Neallishpara-Goaljan G.P

NIT No.SFDC/MD/NIT- 04(e)/2025-26
SFDC Ltd. Invites bid for the work "Cleaning and removal of water hyacinth of ponds at Sector-A, Goltala Fisheries Project, North 24 Parganas", total amounting to **Rs. 42,85,780.00.** Last date of (online) bid submission on **12/07/2025 upto 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **15/07/2025 at 3.00 p.m.** respectively. For details, please visit our **website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender hereby invited by the undersigned against, **N.I.T No.- Icha-I/124/2025-26, Dated-25.06.2025** - 05 Nos scheme & **N.I.T No.- Icha-I/125/2025-26, Dated-25.06.2025** - 03 Nos scheme under 15th F.C fund Bid Submission End Date: **04-7-.2025.** Technical Bid Opening Date-**10.07.2025.** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.
Sd/-**Prodhan**
Ichapur-I Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.

OFFICE OF THE BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
(Under Habra II dev. Block)
2nos e-Tender (Containing **3nos** schemes) has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 01/BGP/15thFC/2025-26 Dt. 25/06/2025 under 15th CFC fund NIT no. 02/BGP/15th FC/2025-26 Dt. 25/06/2025** under 15th CFC fund Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned, **Bid submission start date 25/06/2025 at 02:00 PM and Last date of Bid submission:- 04/07/2025 up to 01:00 PM., Date & Time of opening bids 07/07/2025 at 11.00 AM.**
Sd/- Pradhan
Banspole Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/NIQ-01 of 2025-2026 Dated 25.06.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online item rate Quotation (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/147/ 25-26 Dated 26.06.25	Fencing work and Cultural Stage at Baikunthapur Matipara Hari Sava in Ward No.-14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,57,266.00

Bid Submission end date: **05.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS
EGRA MUNICIPALITY
EGRA::PURBA MEDINIPUR
e-Tender Notice
e-Tender are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers vide (1)NI(e)T No.-WBMAD/ULB/EGRA/NI(e)T-06/Waiting Room(BEUP)/2025-26,Date-26/06/2025 Others details can be seen from the https://wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in
Sd/-
Chairman,
Egra Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 133 to 140/2025-2026 Dated- 26-06-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Burdwan, South 24 Parganas, North 24 Parganas, Bankuar and Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **27-06-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **14-07-2025 upto 3.00 pm**
Date: 26.06.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

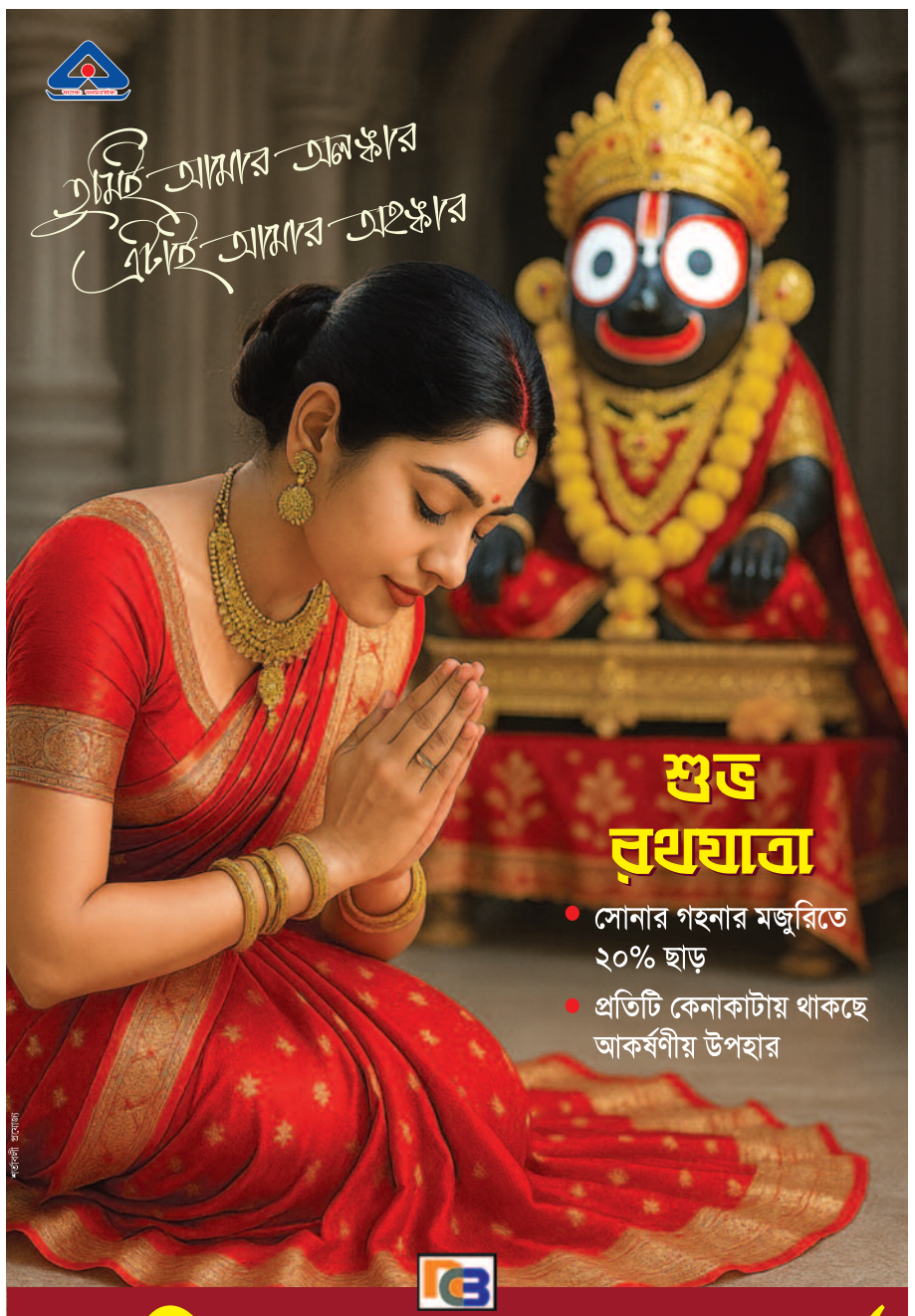

এন. সি. বসাক এণ্ড সন্স জুয়েলার্স

রেজিঃ শোরুম - ৩৪৬, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ : ২৬৪১-৩১৩২, মোঃ ৯৮৩১২৭৪৬৭৩

জগন্নাথদেবের ৫৬ ভোগ

রথের দিন হই হই কাণ্ড। বড় বড় রথের পাশাপাশি কচিকাঁচারাও বেরিয়ে পড়ে রঙিন কাগজ আর রাংতায় মোড়া ছোট্ট ছোট্ট রথ নিয়ে। সবাই একবার টানতে চায় রথের দড়ি। কারণ, রথের দড়ি একবার টানলেই পুণ্যি শুধু সোজা রথ নয়, সোজা রথে টানলে নাকি উল্টো রথেও টানতে হয় এই দড়ি। রথের সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর, ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যান ভক্তেরা। বাজে ঢাক, ঢোল, করতাল। দু'হাত উপরে তুলে চলে উন্মাদ নৃত্য। রথের ভিতর বসে থাকেন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা জগন্নাথদেবকে দেওয়া হয় ৫৬ রকমের ভোগ। এই ভোগ নিয়ে সাধারণ লোকের কৌতূহলের শেষ নেই জানেন কি, জগন্নাথের ৫৬ ভোগে কী কী থাকে? না জানলে তো বটেই, জানলেও আরও একবার জেনে নিন। যেহেতু জগন্নাথদেবের মূল মন্দির পুরীতে এবং সেখানকার ভাষা ওড়িয়া, তাই ওখানকার পদগুলোর নামও ওড়িয়া ভাষাতেই। তাই সাধারণ লোকের বোঝার জন্য ওড়িয়া ভাষার পাশাপাশি ওই পদগুলিকে বাংলায় কী বলা হয়, সেটাও উল্লেখ করে দেওয়া হল।জগন্নাথদেবের ভোগে থাকে — ১) উকখুড়া অর্থাৎ মুড়ি, ২) নাড়িয়া কোড়া অর্থাৎ নারকেল নাড়ু, ৩) খুয়া অর্থাৎ খোয়া ক্ষীর, ৪) দই, ৫) পাচিলা কাঁদালি অর্থাৎ টুকরো টুকরো কলা, ৬) কণিকা অর্থাৎ সুগন্ধী ভাত, ৭) টাটা খিচুড়ি অর্থাৎ শুকনো খিচুড়ি, ৮) মেন্ধা মুন্ডিয়া অর্থাৎ বিশেষ ধরণের কেক, ৯) বড়া কান্তি অর্থাৎ বড় কেক, ১০) মাথা পুলি অর্থাৎ পুলি পিঠে, ১১) হামসা কেলি অর্থাৎ মিষ্টি কেক, ১২) ঝিলি অর্থাৎ এক ধরণের প্যান কেক, ১৩) এন্ডুরি অর্থাৎ নারকেল দিয়ে তৈরি কেক, ১৪) আদাপচেদি অর্থাৎ আদা দিয়ে তৈরি চাটনি, ১৫) শাক ভাজা, ১৬) মরীচ লাড্ডু অর্থাৎ লঙ্কার লাড্ডু, ১৭) করলা ভাজা, ১৮) ছোট্ট পিঠে, ১৯) বারা অর্থাৎ দুধ তৈরি মিষ্টি, ২০) আরিশা অর্থাৎ ভাত দিয়ে তৈরি মিষ্টি, ২১) বুন্দিয়া অর্থাৎ বোঁদে, ২২) পাখাল অর্থাৎ পান্তা ভাত, ২৩) খিড়ি অর্থাৎ দুধভাত, ২৪)কাদামবা অর্থাৎ বিশেষ মিষ্টি ২৫) পাত মনোহার মিষ্টি ২৬) তাকুয়া মিষ্টি, ২৭) ভাগ পিঠে, ২৮) গোটাই অর্থাৎ নিমকি, ২৯) দলমা অর্থাৎ ভাত ও সবজি, ৩০) কাকারা মিষ্টি ৩১) লুনি খুরুমা অর্থাৎ নোনতা বিস্কুট, ৩২) আমালু অর্থাৎ মিষ্টি লুচি, ৩৩) বিড়ি পিঠে, ৩৪) চাড়াই নাডা মিষ্টি, ৩৫) খাস্তা পুরি, ৩৬) কাদালি বারা, ৩৭) মাধু রুচী অর্থাৎ মিষ্টি চাটনি, ৩৮) সানা আরিশা অর্থাৎ রাইস কেক, ৩৯) পদ্ম পিঠে, ৪০) পিঠে, ৪১) কানজি অর্থাৎ চাল দিয়ে বিশেষ মিষ্টি. ৪২) দাহি পাখাল অর্থাৎ দই ভাত, ৪৩) বড় আরিশা, ৪৪) ত্রিপুরি, ৪৫) সাকারা অর্থাৎ সুগার ক্যান্ডি, ৪৬) সুজি ক্ষীর, ৪৭) মুগা সিজা, ৪৮) মনোহরা মিষ্টি, ৪৯) মাগাজা লাড্ডু, ৫০) পানা, ৫১) অন্ন, ৫২) ঘি ভাত, ৫৩) ডাল, ৫৪) বিসার অর্থাৎ সবজি, ৫৫) মাছর অর্থাৎ লাবরা, ৫৬) সাগা নাড়িয়া অর্থাৎ নারকেলের দুধ দিয়ে মাখা ভাত!

R. N. DUTTA'S GRANDSON

226B, Rashbehari Avenue. Kolkata-19 (Below Gariahat Canara Bank)
Phone: +91 98308 82210 /+91 79803 80255 / 033 2460 2354

elanadvertising@gmail.com

www.dulalchandrasenjewellers.com
Follow us @

রথযাত্রা
এক আবহমান ঐতিহ্য

এক স্বর্ণালী বন্ধন

শুভ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে

৩৫%* ছাড় সোনার গহনার মজুরীতে

২৫%* ছাড় রুপোর সামগ্রীর মজুরীতে

১০%* ছাড় হীরা ও গ্রহরত্নের দামে

৬ই জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত্য

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

১০০% exchange পুরানো হলমার্কযুক্ত গহনায়

সোনার দাম পেপার দরে

দুলাল চন্দ্র সেন জুয়েলার্স

শতবর্ষের পথে

৩১, জি. টি. রোড (সাউথ), দুলাল সেন মার্কেট, হাওড়া ময়দান,হাওড়া - ৭১১ ১০১

033 2641 4262 +91 70444 89592